ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 March, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ৪ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৪৪ ধারাকে হাতিয়ার করে পুলিশী বলপ্রয়োগে মাঝপথেই থেমে গেল ১০৩২৩ এর আন্দোলন

ভাত দাও নইলে গুলি দাও, রাজপথে আর্জি এডহক শিক্ষকদের

ভাতের খালি থালা হাতে নিয়ে শিক্ষকদের আবেদন চাকুরীতে বহাল রাখার। (বাঁয়ে) এবং আন্দোলন স্তব্ধ না করার জন্য পুলিশের পায়ে ধরে আকুতি জনৈকা শিক্ষিকার (ডানে)। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। রাজ্যের অ্যাডহক শিক্ষকদের গণ-অবস্থান থেকে তুলতে পুলিশের বল প্রয়োগ করতে হয়েছে। ১৪৪ ধারা সত্ত্বেও গণ-অবস্থান জারি রাখায় কয়েকজন অ্যাডহক শিক্ষককে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এরই প্রতিবাদে অ্যাডহক শিক্ষক সংগঠনের অন্য সদস্যরা পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও করেন। শুধু তা-ই নয়, খালি থালা হাতে তাঁরা প্রতিবাদও দেখান। শেষে গণ-অবস্থান আন্দোলন প্রত্যাহারের শর্তে পুলিশ আটক অ্যাডহক শিক্ষকদের মুক্তি দিয়েছে। সোমবারের ঘটনায় দীর্ঘ সময় আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। সাথে তাঁরা আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিকে, অ্যাডহক শিক্ষকদের অপর একটি সংগঠন আমরা ১০৩২৩-কেও আজ লাগাতর গণ-অবস্থান করতে দেয়নি পুলিশ। তাঁরাও ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ৩১ মার্চ অ্যাডহক শিক্ষকরা স্থায়ীভাবে চাকরি হারাচ্ছেন। এদিকে, করোনা ভাইরাসের সতর্কতা হিসেবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, বড় জমায়েত এড়ানোর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে আগরতলায়। অ্যাডহক শিক্ষকরা চারদিন ধরে আগরতলায় প্যারাডাইস চৌমুহনিতে গণ-অবস্থান পালন করছেন। মূলত, চাকরির নিশ্চিয়তার দাবিতেই তাঁরা গণ-অবস্থানে বসেছেন এবং ওই আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল জারি থাকবে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। রাতেই তাঁদের গণ-অবস্থান প্রত্যাহারের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা পুলিশের অনুরোধ রাখেননি। ফলে, আজ সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের গ্রেফতার করে এবং তাদের পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়। পুলিশের এই অভিযানে ছিলেন পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরবান এবং ডিসিএম আশিস বিশ্বাস।

পশ্চিমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরবান বলেন, অ্যাডহক শিক্ষকদের আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য গতকাল রাত থেকেই অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু তাঁরা শুনেননি। তিনি বলেন, অনুমতি ছাড়া ওই শিক্ষকরা গণ-অবস্থান করছিলেন। তাছাড়া, এখন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ফলে, এ ধরনের আন্দোলনের কোনওভাবেই অনুমতি দেওয়া যায় না। তাই, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডহক শিক্ষকদের সমস্যা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। বামফ্রন্টের ভুলের জন্য এডহক শিক্ষকদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসুক তা চায়না বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। তাই তাঁদের জন্য সংবিধান মেনে আইনসঙ্গত উপায়ে বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মহাকরণে ১০৩২৩ শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ায় এই আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হিটলারি মনোভাবের জন্যই ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ পথে বসেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে ভিশন ডকুমেন্টের পাঁচ নং পৃষ্ঠায় ১০৩২৩ জন শিক্ষকদের সমস্যা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। রাজ্য সরকার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে একচুলও নড়েনি। তিনি বলেন, নতুন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এডহক শিক্ষকদের চাকুরী বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের ভিত্তিতে তাঁদের চাকুরীর মেয়াদ দুই বছর বাড়ানো হয়েছিল। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে টেট পরীক্ষায়ও এককালীন ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সাথে বয়ঃসীমাতেও ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কথায়, বিধানসভায় বলেছি, সংবিধান মোতাবেক ওই শিক্ষকদের সর্বোত সহায়তা করবে রাজ্য সরকার। অবশ্য, বেআইনীভাবে তাঁদের চাকুরী বাঁচানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিবের বৈঠকে ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী ১০৩২৩ শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবকের মৃত্যুতে শহরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার দুর্গাচৌমুহনি সংলগ্ন ময়লাখলায় জয়াস সোসাইটি নামে নেশামুক্ত একটি কেন্দ্রে অবস্থানকারী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম অজয় ব্যানার্জী। জানা যায় চারদিন আগে তাকে ওই সোসাইটির অধীনে ভর্তি করানো হয়। ভর্তি করানোর পর থেকেই সে খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। তার পেট খারাপ হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোররাত থেকে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এরই জেরে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ময়লাখলা বাজার সংলগ্ন স্থানে গত বেশ কিছুদিন ধরেই জয়াস সোসাইটি নামে একটি সংস্থা নেশামুক্ত কেন্দ্র খুলে। নেশাগ্রস্ত লোকজনদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে জয়াস সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন বা অনুমোদন রয়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই সংস্থার মূল পরিচালক অভিজিৎ চক্রবর্তী ও অর্ণব দেব তারাই সোসাইটির অধীনে নেশামুক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনা করে আসছে।

অবশ্য ইতিপূর্বে এই কেন্দ্রে এসে কারোর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। মঙ্গলবার অজয় ব্যানার্জীর মৃত্যুর ঘটনায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। সংস্থার অন্যতম পরিচালক অভিজিৎ চক্রবর্তী জানান, চারদিন আগে অজয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এগার দফা দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এসডিএমকে স্মারক লিপি কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ মার্চ।। উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহম্মদ বদরুজ্জামান এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করল মহকুমা শাসক এর মাধ্যমে। এই স্মারকলিপি প্রদানে উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য বৃন্দ, উনকোটি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুনু মিঞা, কংগ্রেস নেতা আশীস সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা। মূলত জেলা কংগ্রেসের মূল বক্তব্য হলো সুদীর্ঘকাল ব্যাপী রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অবহেলার ফলে কৈলাসহর মহকুমা রাজ্যের অন্যান্য মহকুমাতুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। যার ফলে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত সাধারণ জনগণ। তাই জনসাধারণের প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য অভাব-অভিযোগ গুলি দূর করে দ্রুততার সাথে এই ১১ দফা দাবি পূরণ করার দাবি জানিয়ে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসকমিটি আজ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এই ১১ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১৮ সালের জুন মাসে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ অর্থ এখনো প্রদান করা হয়নি। সে ব্যাপারে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিগত বাম সরকারের বিমাতৃসুলভআচরণে পঙ্গু হয়ে যাওয়া কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালকে পুনরায় পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে একটি মহকুমা হাসপাতালে পরিণত করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কৈলাসহর মহকুমার যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে তা অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ভাইরাস ঃ রাজ্যে সচেতনতায় লিফলেট বিলি শুরু করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি শুরু করল বিজেপি। আজ আগরতলায় বনমালিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা ওই কর্মসূচির সূচনা করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্যী, বিজেপি সদর জেলা সভাপতি ড় অলক ভট্টাচার্যী, সদর জেলা সম্পাদক অসীম ভট্টাচার্যী প্রমুখ।

গতকাল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কৈলাসহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা ভাইরাসের সচেতনতায় লিফলেট বিলি করেছিলেন। আজ থেকে দলীয়ভাবে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে ওই মরণব্যধি সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি হাতে নিল বিজেপি। এই কর্মসূচি শুধু আগরতলায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাছে গিয়ে লিফলেট বিলি করার সাথে ওই ভাইরাস সম্পর্কে মানুষকে অবগত করাতে হবে।

ইতিমধ্যে বিজেপি সমস্ত বিধায়ক এবং শাখা সংগঠনগুলিকে করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৬০ হাজার লিফলেট এসে পৌঁছেছে। আরো ৩ লক্ষ লিফলেট তৈরি হয়ে আসলে তা সারা ত্রিপুরায় বিলি করা হবে। ওই লিফলেটে করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে তা প্রতিহত করা যায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

চড়িলাম ও উদয়পুরে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/উদয়পুর,১৭ মার্চ।। ফের অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটল বিশালগড়ে। অগ্নিকান্ডে পুড়ে যায় ফার্নিচার তৈরীর বিভিন্ন সামগ্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে গোটা বাড়িটি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি টেলিফোনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, সমগ্র ত্রিপুরাবাসী এই মহতী দিনে বাংলাদেশের পাশে থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারত-বাংলা সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় এবং মজবুত হোক, এই প্রত্যাশা করেছেন।

এদিকে, আজ আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন কার্য্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বাংলাদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে ১৪৪ ধারা লাগু করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪৪ ধারা লাগু করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। আজ আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে এডহক শিক্ষকদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার পর এ-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি ত্রিপুরা সরকারকে সমালোচনায় বিঁধেছেন। এদিন পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কয়েকজন এডহক শিক্ষক আহত এবং অসুস্থ হন। ১৪৪ ধারা লাগু হওয়ার ফলে পুলিশ আজ তাঁদের গণ অবস্থান থেকে তুলে দিয়েছে। মানিক সরকারের কথায়, করোনা ভাইরাসের সতর্কতা হিসেবে বড় জমায়েত এড়ানো উচিত। কিন্তু, ভারতের কোথাও ওই মহামারীর জন্য ১৪৪ ধারা স্থাপনের নজির নেই, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি।

এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, চাকুরীর নিশ্চিয়তার দাবিতে ৩ দিন ধরে এডহক শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। কিন্তু আজ ১৪৪ ধারার অজুহাতে তাঁদের বলপূর্বক তুলে দিয়েছে পুলিশ। তাঁর কথায়, করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারী রূপ নিয়েছে। ফলে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা খুবই জরুরি। কিন্তু, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশে অন্য কোন রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি করার নজির নেই, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি। তিনি ১৪৪ ধারা জারি করার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন।

আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এডহক শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ বিধায়কদের একটি টিম। ছবি নিজস্ব।

তিনি বলেন, আলোচনার পথে না গিয়ে বলপূর্বক আন্দোলনকারীদের তুলে দেওয়া উচিত হয়নি। কারণ, এডহক শিক্ষকরা মনে করছেন তাঁদের জীবন এখন সংশয়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের ডেকে আলোচনা করতে পারতেন। সমাধানের পথ খুঁজতেন। তাতে, এডহক শিক্ষকরা একমত নাও হতেন। তবুও, পুলিশ দিয়ে বলপূর্বক গণ অবস্থানকারীদের তুলে দেওয়ার বিষয়কে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এডহক শিক্ষকদের সাথে কথা না বলে বলপ্রয়োগ ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চরম অমানবিক।

তাঁর কথায়, একজনেরও চাকুরী যাক চাইনা। তাই, ক্ষমতায় থাকার সময় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

Crew Aviation services India Pvt. Ltd.

JOIN IN AIRPORT

ELIGIBILITY 8TH, 10TH, 12TH GRADUATE

To Examination Center in Agartala (Tripura)

CODE	SEATS REQUIRED	No. of Seats	ELIGIBILITY	AGE	STARTING SALARY
1	CABIN CREW (MALE/FEMALE)	600	10+2 PASS	18-32	40000-45000
2	AIRPORT MANAGEMENT (MALE/FEMALE)	600	10TH PASS	18-35	25000-40000
3	(C.S.A.) RETAIL (MALE/FEMALE)	800	10TH PASS	18-34	22000-25000
4	LOADER(MALE)	800	8TH PASS	18-45	22000-25000
5	AIRPORT DRIVER(MALE)	500	8/10TH PASS	18-45	25000-30000
6	P.S.A. (WHEEL CHAIR) (MALE/FEMALE)	645	10TH PASS	18-45	28000-35000
7	FOOD PACKING(MALE)	400	8 TO GRADUATE	18-45	20000-27000
8	HOSPITALITY MANAGEMENT (MALE/FEMALE)	600	10TH PASS	18-35	28000-000

SELECTION PROCEDURE :
Candidates will be on the basis of the written examination and personal interviews
SYLLABUS
English and General Knowledge
APPLICATION PROCEDURE
Interested candidates have to fill attached application form and send to below mentioned address with
(a) Copy of all education certificate
(b) Two passport size photos
(c) Demand Draft is Compulsory
(d) Training only at Agartala Airport
Bank Demand Draft : Interested Candidates have to attach Demand Draft of SC/ST Rs. 800/-, OBC and General Rs. 1000/-
In favour of Crew Aviation Services India Pvt. Ltd, Payable at New Delhi-110037
Senders send their Application form by Speed Post or courier and Online only.
বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুণ ঃ টুটন চৌধুরী। মিডিয়া ইনচার্জ। মো ঃ ৮৭৮৭৫৯৫২০৪
বিঃদ্রঃ লিখিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট ডাকযোগে ফেরত পাঠানো হবে।

100% JOB PLACEMENT

Office Address. 16-17, First Floor Front side KH.No.28/3/2
Kapashera Najafgard Road Crossing Samala EXTN.West Delhi DL 110037.
CONTACT US:9354101023, 9717467810, 9717468140 E-MAIL:info@crewaviationservices.com
CIN NO. U74999DL2019PTC347989 Website:crewaviationservices.com

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৫৭ ▫ ১৮ মার্চ ২০২০ ইং ▫ ৩৪চৈত্র ▫ বুধবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আন্দোলন ও অনিশ্চিত ভাগ্য

ভাগ্য অনিশ্চিত ছিল। বাম আমলে শিক্ষক পদে নিয়োজিত ১০৩২৩ শিক্ষক আজ জীবনের চরম কালো অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়ার সময়ে দাঁড়াইয়া আন্দোলনমুখী হইয়াছে। সোমবার গভীররাতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গণঅবস্থানরত শিক্ষকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর আগে করোনা রুখিতে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। করোনা আতংকে সারা বিশ্বের সঙ্গে ত্রিপুরাও অনেক বেশী কাবু হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের আন্দোলন চলিতেছে। বিরোধী সিপিএম এই আন্দোলনকে সর্বোত সমর্থন দিয়াছে, কংগ্রেসও আন্দোলনের পক্ষে আওয়াজ তুলিয়াছে। কিন্তু, আন্দোলন কতদিন চালাইয়া রাখা যাইবে? আন্দোলনকারীদের তো ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়েই পুলিশ তুলিয়া নিবে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন কতখানি গতি পাইবে তাহা নিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। আন্দোলনকারীদের দাবী গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল ১০৩২৩ এর চাকুরীর নিশ্চয়তার পক্ষে কাজ করিবে। বিরোধীরাও একই অভিযোগ তুলিতেছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করা। কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও তো জানাইয়াছিলেন যে ১০৩২৩ এর বিষয়ে সরকার বিকল্প চিন্তাভাবনা করিতেছে। বার হাজার শূণ্যপদ সৃষ্টর সংবাদও ব্যাপক প্রচার পাইয়াছিল। কিন্তু, কিছুদিন পরই দেখা গেল সবই হাওয়া।

আসলে, ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকার কতখানি আন্তরিক ভাবে উদ্যোগী এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বাম আমলে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের কারণেই তো হাইকোর্ট তাহা নাকচ করিয়া দেয়। বাম আমলে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপীল করিয়া শিক্ষকদের চাকুরী মেয়াদই বৃদ্ধি করা গিয়াছে। কিন্তু, চাকুরী খতম রুখিতে পারা যায় নাই। এর মধ্যে রাজ্য বিজেপি ক্ষমতায় আসে। বেকাররা কিন্তু বিশ্বাস করিয়াছিল বিজেপি সরকারই তাহাদের বাঁচাইতে পারে। এমন প্রতিশ্রুতিও উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রশ্ন উঠিয়াছে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা এখন কোন পথে আগাইবে। বাঁচিবার সমস্ত পথই তো রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। আসলে সরকারী চাকুরী প্রদান নিয়া দুর্নীতি, স্বজনপোষণও দলবাজীর চূড়ান্ত নজীর রাখিয়া গিয়াছে সিপিএম। সরকারী চাকুরী প্রার্থীদের নাম তো মনোনীত হইত দলীয় অফিস হইতে। ইহাই চরম সত্যি। ফলে, মেধা ও দক্ষতার মূল্যায়ণ হয় নাই। দলতন্ত্র কতবেশী সর্বগ্রাসী হইয়াছিল তাহার পরিণতি আজ দলের ডাকে তেমন সাড়া মিলে না। কারণ দল করিয়াছে কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্য। শুধু চাকুরী ক্ষেত্রেই নহে দলতন্ত্র তো সর্বক্ষেত্রেই ছড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পরিণতিতে দল এখন মেরুদন্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সিপিএম এখন আন্দোলনকারীদের পক্ষে তো থাকিবেই। এখন বিজেপির প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জোর দাবী তুলিয়াছেন। জীবনের চরম বিপর্য্যয়ের সময়ও ১০৩২৩ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ পরিণতি তো দেখা গেল না। পৃথক পৃথক গ্রুপে আন্দোলন চলিতেছে। এইখানেই তো আন্দোলনের গতি ধাক্কা খাইয়াছে। সরকারও তো ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারার তালেই আছে মনে হইতে পারে।

চিন্তার রাশ নিয়ে অপেক্ষায় প্রবাসী সন্তানদের অভিভাবকরা

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : "চিন্তা কোরোনা। কাল থেকে অফিস বন্ধ। ওয়ার্ক ফ্রম হোম।" সোমবার রাতে ইংলন্ডের ব্রিস্টল থেকে সদ্যবিবাহিতা কন্যার বার্তা পেয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা যেন এক লহমায় বেড়ে গেল অনেকটা। চিন্তার কারণ, ঠান্ডার দেশে বেশি ছড়াচ্ছে করোনার প্রভাব।

এমনিতেই ছেলে-মেয়ে দূরে থাকলে বাবা-মায়ের চিন্তা বেড়ে যায়। তার ওপর করোনার ঝোড়ো হাওয়া বুঝি অনাবাসী পুত্রকন্যাদের অভিভাবকদের রক্তের চাপ এক লহমায় বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পরিচ্ছন্ন, দূষণহীন, বিত্তবান পশ্চিমী বৈভব যেন হেরে ভূত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অপরিচ্ছন্নতার কাছে। কিরকম আছে ওই সব পশ্চিমী দেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা? তাঁদের অভিভাবকেরাই বা কিভাবে চিন্তিত?

কোভিডকে নিয়ে সতর্কতা থাকলেও ক'দিন আগে আতঙ্ক থেকে বহু দূরে ছিল ব্রিস্টল। কলকাতা থেকে ৮,১২৪ কিলোমিটার দূরে ব্রিস্টলে এখন করোনাভাইরাস নিয়ে চরম সতর্কতা। এই রোগে একাধিক মৃত্যু ব্রিটেনের ওই শহরের আবাসিকদের আরও সতর্ক করে দিয়েছে। তবে আতঙ্ক গ্রাস করেনি। এখানে একটি নামী সংস্থায় ফাইনান্সিয়াল অ্যানালিস্টের কাজ করছেন সঙ্ঘমিত্রা সেনগুপ্ত। ওঁর কথায়, ইওরোপের বেশিরভাগ ছোট শহরের মতই যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ব্রিস্টল। রাজধানী লন্ডন থেকে ১৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে অ্যাভোন নদীর ধারে এই শহর। আশপাশে পাহাড়। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ১১০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের শহরে লোকসংখ্যা কমবেশি ৪,৫৫,০০০। ভিড়ভাট্টা নেই। ম্যানচেস্টারে করোনার শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন এক বাংলাদেশি। ব্রিটেনে আরও অন্তত দুজন মারা গিয়েছেন। তবে এ সবের পরেও মাস্ক পরা লোক বেশি চোখে পড়ছে না। স্যানিটাইজারের বিক্রি অবশ্য বেড়ে গিয়েছে। এ খবর জানিয়ে সঙ্ঘমিত্রা এই প্রতিবেদককে বলেন, "অফিসে ঢোকার মুখে, দেওয়ালে সর্বত্র স্যানিটাইজার। প্রতি ডেস্কে অ্যালকোহল সোয়াব। বিভিন্ন অফিসে অপর্যাপ্ত অ্যালকোহল ন্যাপকিন রাখা। যার যখন প্রয়োজন নিয়ে নিচ্ছে। সতর্কতার জন্য ধাতব পাতের সংস্পর্শ অনেকেই সতর্কভাবে এড়িয়ে চলছেন। কন্যার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-র বার্তা পেয়ে মা, মানে দক্ষিণ কলকাতার সার্ভে পার্কের গৃহবধূ মৌসুমী স্বগোতক্তির মত বললেন, "তার মানে ক্রমেই বাড়ছে এর প্রকোপ। কিছু যদি হয়, কিভাবে সামলাবে?"

দিল্লির অত্যন্ত নামী প্রতিষ্ঠান রাইজিনা স্কুলে দীর্ঘকাল অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন অধুনা অবসরপ্রাপ্ত সুব্রত সেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক। ক'বছর আগে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। মেয়ে জয়িতার বিয়ে দিয়েছেন গত নভেম্বরে। কেমিস্ট্রির ডক্টরেট জয়িতা আর ওর স্বামী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পিএইচডি দিব্যজ্যোতি মহন্তি ২০১২ থেকে আমেরিকায়। দুজনই পিএইচডি করেছেন বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রেনসালিয়ার পলিটেকনিক ইন্সটিট্যুট থেকে। দুজনই এখন ইনটেল-এর প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ার।

এ হেন কন্যা-জামাতার চিন্তায় বুঝি দিবানিদ্রা উবে গিয়েছে সুব্রতর। এই প্রতিবেদককে জানালেন, "বারবার ওদের সাবধানে, নিয়মনীতি মেনে থাকতে বলছি। চিন্তাটা সত্যিই বেশি, কারণ আমি এখানে একা। ওরা আবার উল্টে ওখান থেকে আমাকে সাবধানে থাকতে বলছে। কারণ, আমি একাধারে হাঁপানি, মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপের রোগী। দুপক্ষই পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। এ ছাড়া কি-ই বা করতে পারি?"

নিউ জার্সিতে ছোট ছেলে অরিণের (টুবাই) কাছে আছেন মঞ্জরী রায়। করোনার মোকাবিলায় এখানের কার্ফু জারি হয়েছে রাত আটটা থেকে সকাল পাঁচটা। কত দিন থাকবে ঠিক নেই। প্রায় সবাই 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করছে। যাদের করোনা হয়েছে তারা মাস্ক ব্যবহার করছে। একদিকে পুত্র, পুত্রবধূ রাকা আর সদ্যোজাত নাতনি সোফির চিন্তা, অন্যদিকে বঙ্গনিবাসী আর এক পুত্র পৃথ্বীরাজ, পুত্রবধূ সুচেতা আর নাতি ঋককে (তমোঘ্ন) নিয়ে চিন্তা ঠিক আছে তো সবাই? ফোনে চলছে দু'তরফের খবর নেওয়া।

এভাবেই মার্কিনপ্রবাসী ছেলের কাছে খবরাখবর নিচ্ছেন যাদবপুরের নর্থ রোড নিবাসী মীনাক্ষী চৌধুরী। মীনাক্ষীর কথায়, "খবরাখবর রাখছি আর জানতে পারছি যে ওরা আপাতত ভাল আছে।" পুত্র মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সৌম্যজিৎ চৌধুরী। নোভাসকোটিয়া-র হ্যালিফ্যাক্স বন্দর শহরে স্ত্রী পায়েল বাজপেয়ীকে নিয়ে থাকেন। ওখানে নির্দেশ জারী-ও এখানকার মতই। 'ঘর থেকে কাজ', সভা-সমিতি না করা, জমায়েত থেকে দূরে থাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ইত্যাদি। জুলাই পর্যন্ত ৭৫ হাজার পর্যটকের আনাগোনা বন্ধ, ফলে অর্থনীতিতে ধাক্কা। ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি ক্রুজে ৪০ জন পর্যটককে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সরকার থেকে সুদের হার কমান হয়েছে যাতে লোকজন সহজভাবে টাকা ধার করতে পারে।অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা-ও সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে যাতে দিন-রোজগেরেরা অসুবিধা না ভোগ করেন।

গণতন্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাম্য, কুস্তি নয়

হরিগোপাল দেবনাথ

সংসদীয় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর দেশ---আমাদের ভারত যুক্তরাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাই যেহেতু আমাদের কাম্য ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়, সেজন্যে সার্থক গণতান্ত্রিক আবহাওয়া দেশের রাজনীতি তথা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথারীতি মান্যতা পাবে এতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা ওজর আপত্তির কথা তো চলতেই পারে না। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে সংসদীয় ও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা হলে, সেখানেও সর্বদা একদলের দ্বারা রাষ্ট্রের শাসন কার্য চলতে থাকলে অপরদল থাকবে বিরোধী দলের ভূমিকায়। আবার, বিরোধী দলটির প্রধান কাজই হবে,শাসক দল তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সর্বদা দেশ---শাসনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে কিনা অথবা কোথাও রাষ্ট্রে সাংবিধানিক মূল নীতি লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করছে কিনা, শাসকদলীয় শাসন মানবিক মূল্যবোধে উপেক্ষা করছে কিনা বা শাসনের নামে স্বৈরতন্ত্রে প্রশ্রয় দিচ্ছে কিনা বা শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা ও প্রয়োজনে সরকার পক্ষকে ভুলত্রুটি হলে ধরিয়ে দেওয়া অথবা প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে সহযোগিতা করা। আবার যদি বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকে তবে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সাধারণত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য দলগুলো নিজ নিজ দলীয় নীতি মেনেই শাসকগোষ্ঠী অথবা বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থক বা সমালোচক হিসেবে কাজকর্ম চালাবে---এইটাই নিয়ম। কিন্তু, আমাদের ভারতের সূচনায় তেমন চলতে বলতে পারছি নে, তবে হাল আমলে যে নীতি পদ্ধতি ঠিকঠাক মত মেনেই সবাই চলছে না কোন কোন সময় তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই। বিশেষ করে বিগত কয়েক দশক ধরে দেশের শাসকগোষ্ঠী আর বিরোধী দলগুলোর মধ্যে নীতিমত রেষারেষী চলছে তাও কিন্তু দেশবাশী মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন। তাতে কেউ কেউ বিরক্তি বোধ করছেন কেউ আবার তাড়িয়ে তাড়িয়ে আস্বাদনও করেছেন রাজনীতির কড়চা। ধরুন না গত লোকসভা নির্বাচনের কথাই আমাদের একদল উঠে পড়ে লেগেছিল রাফাল ইস্যু নিয়ে তো অপরদল আদাজল খেয়ে নেমে পড়লেন বোফার্স কেলেংকারী নিয়ে। নির্বাচন এগিয়ে এলেই আমাদের প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে নোংরা রাজনীতির কূট -কাচারি নিয়ে কবিগানের তরজার লড়াইর মত দ্বৈরথ শুরু হয়ে যায়। মধ্যযুগের আমাদের পল্লী গাঁয়ের আসরে কবিগানের তরজা খুব উপভোগ্য হয়ে উছত সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত মানুষদের কাছে কিংবা নাদুস নুসুদ চেহারার পরজীবী সৌখিন প্রকৃতিক মোড়ল শ্রেণির লোকেদের কাছে তদ্রূপ একালেও রাজনীতিকদের ডিজিটাল মিডিয়াযোগে অথবা পত্র-পত্রিকা-ম্যাগ-লিটুল ম্যাগের মাধ্যমে একশ্রেণির মাতাব্বর গোছের লোকেদের কাছে দেশের কেলেকারীর কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে ওই সমস্ত কড়চা খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে বৈ কি। এরই মাধ্যমে চালাক, ধৃত ও মতলব রাজ রাজনীতিক অথবা তাদেরই মোসাহেবরা কড়চার লড়াইর মত দৃশ্যপট বা শ্রুতিমধুর আলোচনা জনগোচরে জাগিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পনে ওরা নিজেদের গোপন উদ্দেশ্যটা হাসিল করে নেন। এ ধরনের প্রেতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক অপকর্ম গুলোই আমাদের দেশের মত বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার সাধারণ মানুষগুলোর জীবনে অনেকটাই মরণ ফাঁসের মত প্রতিভাত হয়। অতীতেও আমলে বিভিন্ন বারে দেশবাসীমত্রই এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আমাদের দেশে সংবিধানে এমন কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নি যে, কোন দল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বা ইস্তেহারে যে ঘোষণা রাখে পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের জিতে যদি সেই দলই সরকার ঘটন করে ও সরকারে আসার পরও তারা তাদের ঘোষণা মত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, তাবে দলের বা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার ব্যবস্থা নেই। ফলে এ দেশের ভোট ভিখিরি ও ভোট শিকারী উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীরাই বেঁচে যান অনায়াসে। আসলে সংবিধান প্রনেতারা হয়তো আগে থেকেই নিজেদের দুর্বলতার কথা অগ্রিম চিন্তা করতে পেরেছে তবে অনুরূপ ব্যবস্থা করে গেছেন। এখন এটিই হচ্ছে আমাদের বর্তমান জননেতা ও বহু জননেতাদের বড় রকমের সুবিধে।

মোদ্দা কথাটা হল, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের একটাই ধ্যান জ্ঞান ছিল, বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাক। এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেলরা সামনের সারিতে ছিলেন এই সুবাদে তাঁরাই হয়ে গেছলেন আম-জনতার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ। ফলে, তাঁরা যা যা বলতেন বিনাবিচারে বিনা বাক্যব্যয়ে বেদবাক্য বলে সবাই রাজী হয়ে যেতেন হুকুম তামিল করতে। লোক সাধারণের এই অযৌক্তিক শ্রদ্ধাও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পুঁজিপুতিদের প্রতিভূরা হয়ে গেছলেন একেকজন বড় মাপের দেবতাসাদৃশ্য। যার ফলে, নেহেরুই প্রথম ধাপ্পাটা দিলেন আর গান্ধীও ধৃতরাষ্ট্রে ভূমিকায় নেমে গিয়ে নেহেরুর নীরব সমর্থক হয়ে রইলেন। তামাম ভারতবাসী সেদিন জেনেছিলেন যে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আসলে ভারতকে ব্রিটিশরা তুলে দিয়েছিল---রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত এক চুক্তিপত্র স্বাধীনতার নামগন্ধও যাতে ছিল না। দ্বিতীয় ধাপে নেহেরু ভারতে চালু করলেন মিশ্র-অর্থনীতি যা ছিল, আসলে সোনারই পাথরবাটি অথবা কাঁটালের তৈরি আমসত্ত্ব। মানে রঙচঙে নোড়কের আড়ালে নির্জলা পুঁজিবাদ। অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিদের দলের গোড়াপত্তন হয়ে গিয়ে ছিল। সে সময়টাতে উক্ত কম্যুনিষ্টরাই ব্রিটিশ মুসলীম গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। সুতরাং এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশরা চলে গেলেও ভারতীয় রাজনীতিরে গাড়ায় ও ভারতীয় নেতৃত্ব জুড়ে ব্রিটিশিদেরই অব্রিটিশ নামধারী আরেকটি গোষ্ঠী ভারতবাসীদের শাসনের নামে শোষনের মত্তকা পেয়ে গেছল। সেই শোষণ আজও অব্যাহত রয়েছে। অবশ্যই এরও পেছনে একটা জোরালো যুক্তি সমন্বিত কারণ রয়েগেছে। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতার নামে---রেডক্লিফ সাহেবের হাতে দেশ বিভাজনের সীমানা চিহ্নিত করে পূর্বের খন্ডিত বঙ্গদেশকে পুনরায় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করে দেওয়া আর অপরদিকে বাঙালী জনগোষ্ঠীটাকে ছোবলমেরে বীব্রতর বিষ ঢেলে দিয়ে নস্যাৎ করার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তোলাই ছিল পশ্চিমী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের মূল উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তানও ভারত বানিয়ে ব্রিটিশ প্রভুরা মূলতই জিন্নাহ আর নেহেরুকে তুষ্ঠ করেছিল। আর, ভারতবাষীয় মেধ-যজ্ঞে আহুতি যুগিয়েছিল ভারতের হিন্তত্ববাদ, ও হসল্যম তান্ত্রী মোল্লাবাদ আর উভয়ের কম্যুনিষ্ট তথাকথিত ন্যাস্তিক্যবাদীরা। এরই পরিণাম স্বরূপ, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতে আগাছার মতই গজিয়ে ওঠে---ভ্রষ্টাদর্শ, নীতিবর্জিত ও দিশাহীন রাজনৈতিক দলগুলো। এরপর ধীরে ধীরে গোষ্ঠীতন্ত্র, জাত, পাত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক, ব্যষ্টিতান্ত্রিক অসংখ্য ভোটবাজ ও ক্ষমতালোভী অসংখ্য রাজনৈতিক দলসমূহ দিনে দিনে বেড়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি উপমার সাহায্য নিয়ে কথাটা বললে বোধ করি আমার বক্তব্যটুকু ধরে তোলা হবে স্পষ্টতররূপে। মানুষ যখন সুচিন্তা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়ম মেনে মেপে জুখে শৃঙ্খলামতো করে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে চারাগাছগুলো রোপন করেন তখন তা থেকে গড়ে ওঠে একটি মনোরম উদ্যান তা সে ফুল বাগীচাই হোক কি ফলোদ্যান কিংবা অর্থকরী বৃক্ষোদ্যান। আর যদি, কোনো ভূখণ্ডে বাগান করা হবে' এইটুকু মনস্থ করে ভূখণ্ডটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে সেই ভূখণ্ড জুড়ে গড়ে ওঠে---আগাছা জঞ্জাল পরিবৃত একটি জঙ্গলমাত্র। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনামত, গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার জন্য করণীয় নির্ধারণ পূর্বক শৃঙ্খলাসহ এগিয়ে চলার মানসিকতা, সুচিন্তা,সদভাবনা ইত্যাদি নিয়ে প্রকৃত আদর্শকে বাস্তবম্মিত করার উদ্যোগ না থাকার কারনেই ভারতভূমি আজ অজস্র আগাছা ও জঞ্জালপূর্ণ জঙ্গলের রূপ ধারন করেছে। তগর, আমরা সকলেই তো এ সত্যটুকু জানি যে, এককালের মনুষ্য বসতিপূর্ণ এলাকাও জনমানুষের সবসাশূন্য এলাকায় পরিণত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে ধীরে ধীরে সেই সুরম্য এলাকাটি ও একদিন অবশ্যই আগাছার জঙ্গলে ও ধীরে ধীরে সেই জঙ্গলও হিংস্র জন্তু ও শ্বাসদসংকূপ হয়ে উঠলে মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে---একদিন আবার ওই জঙ্গলই মানুষের বধ্যভূমিতেও পরিণত হয়ে ওঠা আসম্ভব কিছু নয়।

তাহলে আমার মূল বক্তব্যটুকু এখানে উল্লেখ করাটাই সমিচীন মনে করছি। প্রথমেই বলব, রাজনীতি নিয়ে। রাজনীথর মূলর্য---নীতিনাং রাজঃ ইত্যর্থে রাজনীতিঃ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে রাজনীতির মধ্যে আদর্শবোধ অবশ্যই থাকা চাই। আর সেই আদর্শটুকু হবে "সর্বজন সুখায় সর্বজনহিতায় লোককল্যাশার্থম্ চ"। সমাজের তথা দেশের প্রতিটি মানুষের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তাও কল্যাণ করাই হবে সত্যিকারের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। শুধু ভণ্ডামি, ভ্রষ্টাচার, উগবাজি, চালাকি, হঠকারিতা, মিথ্যাচার, প্রলোভন প্রতারণা আর ল্যাং মারামারি করাটা ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাভোগের নীতি অর্থে পলিটিক্সকে বোঝায়। এটি পশ্চিমী ধ্যানধারণা। ভারতীয় আদর্শ চিন্তাধারাকে যে রাজনীতি বলে মানা হয়, এর প্রকৃষ্ট শিক্ষা আমরা পাই, আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেকার মহাভারতের যুগের মথুরাবাজ তথা কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে পার্থসারথী শ্রীকৃঞ্চের ভূমিকা থেকে।

সেই নিরিখেই বলতে চাইছি, বর্তমান যুগে এই গণতন্ত্রে যুগেও অন্ততঃ ভারতের মতো একটি সুলভ্য দেশে---দুর্নীতি, কপটতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, সমস্ত রকমের ষোষণ ও বিভেদকামিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতপাত ভিত্তিক সংকীলতা,ধর্মীয় গেঁড়ামির মাদকতা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাই হবে---আদর্শ গণতন্ত্র বোধের পরিচায়ক মানুষে মানুষে বিভাজন ঘটিয়ে নিশ্লেষণের পথ ছেড়ে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সংশ্লেষণের পথ ধরাই হবে শ্রেষ্ট উপায়।

হেমন্ত কুমার বসুর করুণ পরিসমাপ্তি

ইছামুদ্দীন সরকার

পূর্ব প্রকাশের পর

যে কোনও সশস্ত্র বিপ্লবে বিপ্লবীরা হেমন্ত কুমারকে যুক্ত করেছেন। একটি সূত্রে জানা যায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ বসে হেমন্ত কুমারই গান্ধীজীর শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে চরকা কাটা শিখিয়েছিলেন। কলকাতায় 'খাদিমণ্ডল' প্রতিষ্ঠা চাড়াও খাদি কাপণের প্রচারেও হেমন্ত কুমারকে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। এভাবে বলা যায়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা সৈনিক হেমন্ত কুমার এবং সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করে আসা সুভাষচন্দ্র দু'জনই দেশবন্ধুর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলা ভালো, এভাবে বাংলার রাজনীতিতে সেদিন যেন এক নতুন যুগের সূচনা হল।

বিপ্লবী জীবনের কথা বাদ দিলেও ব্যক্তিজীবনে হেমন্ত কুমার ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর বড় বউদি অর্থাৎ হেমন্ত কুমারের বড়দা হিরদাস বসুর স্ত্রীর স্মৃতিকথায় জানা যায় যে, হেমন্ত কুমারকে ক্ষুধার কথা না স্মরণ করিয়ে দিলে খেতে চাইতেন না। বাড়িতে তিনি নাকি খদ্দরের কাপড় পরতেন এবং নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড় নিজেই পরিষ্কার করতেন। আবার হেমন্ত কুমার বৈবাহিক ব্যাপারেও নিতান্ত অমনযোগী ছিলেন। একসময় তাঁকে কোনও একটি মেয়েকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরক্ষণে তাঁর পিতার পীড়াপীড়িতে এমনও কথা বলেছিলেন যে যাঁকে দিয়ে তার সম্ভাব্য বিয়ের কথা চলছিল এবং যদি তাঁর সাথে আদৌ বিয়ে হয়, তবে তিনি সেই নারীকে 'মা' বলে সম্বোধন করবেন। কথিত আছে, এরপর আর তার জীবনে বিয়ের কথা উচ্চারিত হয়নি। ১৯২৯ সালের 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা', যতীন দাসের সমৃত্যু এবং 'নিখিল ভারত লাঞ্ছিত বন্দী দিবস' উপলক্ষে হেমন্ত কুমারের ভূমিকা গৌরবজনক। বন্দীদের দাবির সমর্থনে যে শোভাযাত্রা হয় সুভাষচন্দ্রে একান্ত সাথী হিসেবে হেমন্ত কুমারকে সেদিন সবার সামনে দেখা যায়। ১৯২৯ সালের

৬ এপ্রিল তারিখটি হেমন্ত কুমারের জীবনে আরেকটি অধ্যায়, যার মাধ্যমে তাঁর স্বাধীনতাকামী স্পৃহার সাক্ষ্য মেলে। ওইদিন মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বিদেশি কাপড় বর্জন ও ওই কাপড়ে 'আগুন ধরানোর উৎসবে' বাঙালি বিপ্লবীরা শামিল হয়েছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এমন এক অপূর্ব জনতার সমাবেশ সুভাষচন্দ্র ও হেমন্ত কুমারের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়। ১৯৩০ সালের ডান্ডি অভিযানের ঘটনাতেও হেমন্ত কুমারকে যুক্ত হতে দেখা যায় এবং অসংখ্য বাঙালি বিপ্লবীদের সঙ্গে লবণ আইন ভঙ্গের অপরাধে হেমন্ত কুমারকেও জেলবন্দি হতে হয়। ১৯৪৫ সালে মণিপুর সীমান্তে কংগ্রেস সামরিক পোশাক পরে যে অভিযান শেষ হয় তার শুরু ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে। বস্তুতঃ পক্ষে, কলকাতা কংগ্রেসের যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল, তার তালিম দিয়েছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, সেখানেও হেমন্ত বসুর উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া সুভাষ বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতেও হেমন্ত কুমারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমাদের জানা। 'লবণ আইন' ভঙ্গের পরজেলা থেকে বের হয়ে আরেক বিপ্লবী যতীন সেনের সাথে দেখা করেন। যতীন সেন ত বিদেশি জিনিসপত্র বর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মার্চ (১৯৩১) দিল্লিতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গান্ধীর কাছে সুভাষচন্দ্র সোজা গিয়ে অনুরোধ করলেন তিনি যেন ওই চুক্তি বাতিলকরেন অথবা ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রহিত করান। দুঃখের বিষয় সুভাষচন্দ্রের সেদিনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ ধরনের বহু ঘটনা হেমন্ত কুমারের জীবনে ঘটেছিল। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূকম্প হয় কলকাতায় বিহারের দুর্গত মানুষদের জন্য যে দুটো ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল তার একটির নেতৃত্বে ছিলেন এ কে ফজলুল হক। হেমন্ত কুমার সবু ছিলেন এই কাজে ফলজুল হকের ছায়াসঙ্গী।

এই ঘটনার পূর্বে ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গেও একটি ভয়াবহ বন্যা হয়। ত্রাণ কমিটির কাজে হেমন্ত কুমার সুভাষচনন্দ্রে সঙ্গী হিসেবে বহু কাজ সমাধা করেছিলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালের দিকে বাংলায় কংগ্রেসী রাজনীতিতে প্রবল সংকট দেখা দিলে সুভাষচন্দ্রকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো একটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। এক্ষণে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রে সেই ঘরে বাইরে সংগ্রামের দিনে ছায়ার মতো অন্যতম সঙ্গী ছিলেন হেমন্ত কুমার। কথিত আছে, সুভাষচন্দ্রে প্রতিটি পদক্ষেপ ও সংগ্রামী ভাবনার বাস্তবায়নে হেমন্ত কুমার বসুর অবদান চিরস্মরণীয়। এরপর হেমন্ত কুমার বসুর কর্মময় জীবনে আরও দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী বাংলার প্রাণপুরুষ সুভাষ বসু যখন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন। পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তখন হেমন্তকুমার বসু। সুভাষচন্দ্রে জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে কিংবা যে কোনও দুর্যোগের দিনে হেমন্ত কুমার বসুকে সুভাষ বসুর সঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের 'রিপুদ্দেশ যাত্রা' এবং পরবর্তীকালে 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' সমস্ত কার্যক্রমে নেতৃত্বের অগ্রগামী হয়ে হেমন্ত বসুকে দেখা গেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এসেছিলেন। দেশপ্রিয় পত্রার্কে এক সম্বর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র বসু সর্দার প্যাটেলকে বলেছিলেন যে, দেশের এ সংকট মুহূর্তে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে নিবতাচন হল---নির্বাচিত হলেন শরৎ বসু ও হেমন্ত বসু। ওই সময় ভারত বিভাগের পরিকল্পনা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে লর্ড মাউন্ড ব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পা করলেন। এ প্রশ্নে বাংলাদেশের কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্যরা সবাই দু'টি ভাগে ভিভক্ত হয়েছিলেন। তারকেশ্বর এক জনসভায় শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন দেশ ভাগই হল ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। শরৎ বসু এবং সুহরাবর্দী দেশভাগ বাংলাভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি অংশ সম্পূর্ণভাবে দেশভাগের বিরোধী আসনে বসলেন। অপরদিকে, হেমন্ত কুমার বসু, অমর বসু, দেবেন দে ওই পার্টিতে থাকা সত্ত্বেও দেশভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। প্রসঙ্গত সত্য বক্সী অনিল রায়, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আসরাফুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখরা ছিলেন ভাগের বিপক্ষে। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরুণ সদস্যরা যেমন কানাই ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ ধীরেন ভৌমিক, শম্ভু চক্রবর্তী প্রমুখি নেতারা সবাই দেশভাগের বিপক্ষে জনমত গঠন করেন। এরপর প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে সিদ্ধান্ত হয় যে ওই মন্ত্রিসভায় হেমন্ত বসুকে একটি মন্ত্রী পদ দেওয়া হবে। কন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি না হয়ে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে। **(চলবে)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

করোনা সতর্কতা : ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করিমগঞ্জের দুই আইনজীবী সংস্থার কর্মবিরতি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার দুই বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা আগামী শনিবার পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করবেন। আদালতের নিয়মিত কাজকর্ম সম্পাদন তাঁরা করতে পারবেন না, জানিয়েছেন দুই সংগঠনের পদাধিকারীরা। তবে এই কর্মবিরতি কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়। বিশ্ব জুড়ে চলমান করোনা ভাইরাস-এর আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত।

মঙ্গলবার করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বার আহূত এক জরুরি বৈঠকে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর এ থেকে আইনজীবী ও মক্কেলদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে আগামী শনিবার পর্যন্ত আদালতে কাজকর্ম না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁরা। কারণ প্রতিদিন আদালত ও আইনজীবী বারে যেভাবে সাধারণ মানুষ ও মক্কেলদের ভিড় উপচে পড়ে, মূলত এই ভিড় কম করার উদ্দেশ্যেই আইনজীবীরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, যেহেতু সরকারিভাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেলা, সুইমিং পুল, শরীরচর্চা কেন্দ্র, শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; এমন-কি হাসপাতাল, রেল স্টেশন, হাট-বাজার সে সব স্থানে ভিড় ঠেকানোর জন্য প্রতিনিয়ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

তাই করোনা ভাইরাসের আগাম সতর্কতা হিসেবে আদালতে ভিড় ঠেকানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে করিমগঞ্জের দুটি আদালতকেও অবগত করা হয়েছে। শুধু জরুরি ভিত্তিতে কোনও মামলার শুনানি কিংবা আবেদন জানাতে আইনজীবীরা আদালতে হাজির থাকবেন বলে মঙ্গলবার তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অ্যাডভোকেটস বারের সভাপতি বলাই চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় আইনজীবী সুরেশ রায়বর্মণ, মনিদীপা চক্রবর্তী, রাজেশ মালাহ, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, রাজু দেব, বিভাস বর্ধন, মৃত্যুঞ্জয় নাথ, তরুণ চক্রবর্তী, সুমনা চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।

এর আগে করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত আদালতের কাজকর্মে আইনজীবীরা বিরত থাকার সিদ্ধান্তের কথা লিখিতভাবে জেলা ও দায়রা জজের কাছে দাখিল করেছিলেন। বারের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী ও সম্পাদক দুলু রঞ্জন দাস জেলা ও দায়রা জজের কাছে আইনজীবীদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আদালত কিংবা ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার অনুরোধ জানান। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগের জেলা যুগ্ম অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারিকে আদালত প্রাঙ্গণে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার এবং ডিডিটি স্প্রে করার নির্দেশ প্রদানের জন্য জেলা ও দায়রা জজের কাছে আবেদন রাখেন আইনজীবীরা।

বিজেপিতে যোগ দিলেন ডিমা হাসাওয়ের প্রাক্তন আমলা সুনীল নুনিসা ও কং নেতা নামসেই হেংনা

হাফলং (অসম), ১৭ মার্চ (হি.স.) : আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিমা হাসাও জেলায় দল বদলের পালা শুরু হয়ে গেছে। এবার বিজেপি দলে যোগ দিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সচিব সুনীল নুনিসা এবং কংগ্রেস নেতা তথা পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন ইএম নামসেই হেংনা। মঙ্গলবার ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন, সাধারণ সম্পাদক সুজয় লাংথাসা এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম স্যামুয়েল সাংসন, পরিষদের সদস্য ঈশ্বরী প্রসাদ জৌশি এবং দলের অনান্য জেলা স্তরের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে গেরুয়া বসন পরেছেন পার্বত্য পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সচিব সুনীল নুনিসা এবং কংগ্রেস নেতা নামসাই হেংনা। বিজেপি দলে এই নবাগত দুই নেতাকে স্বাগত জানান ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন-সহ অন্যরা। তাঁদের দুজনকে প্রাথমিক সদস্য করা হয়েছে।

করোনা নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই : ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সতর্কতা বজায় রাখাটা জরুরি বলে জানিয়েছে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

মঙ্গলবার সংসদ চত্বর পরিদর্শক করে করোনা রোধে কেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন ওম বিড়লা। পরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, এনডিএমসি, সিপিডব্লিউডি, সিজিএইচএসের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে তিনি বলেন, করোনা নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকাটা জরুরি। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈঠকের সময় লোকসভার অধ্যক্ষকে অবগত করানো হয়েছে যে করোনাভাইরাস রোধে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ওম বিড়লা স্বচ্ছতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

খারিজ হল দীনেশ বাজাজের মনোনয়ন, রাজ্যসভায় যচ্ছেন বিকাশ

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : অনিয়মের দায়ে শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে গেল দীনেশ বাজাজের মনোনয়ন। রাজ্যসভার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রায় শেষ মুহূর্তে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

অভিযোগ ছিল তৃণমূলের মৌসম নুরের মনোনয়নের ব্যাপারেও। কিন্তু তাঁর যুক্তি ও সওয়ালের পর রিটার্নিং অফিসার তা মেনে নেন। দীনেশবাবুর মনোনয়নে নোটারি ম্যাজিস্ট্রেটের সই ছিল না।পঞ্চম আসনে বাংলা থেকে দীনেশ বাজাজ নির্দল প্রার্থী হওয়ায় নয়া সমীকরণ দেখা দিয়েছিল রাজ্যসভা নির্বাচনে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পঞ্চম আসনে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের জয়ে বাধা দিতেই দীনেশকে সামনে রেখে ঘুঁটি সাজিয়েছে তৃণমূল। শাসকদল মুখে যাই বলুক, কিন্তু পুরনো ক্ষোভ থেকেই যে বিকাশবাবুকে রাজ্যসভায় তারা চাইছে না শুক্রবার তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীনেশবাবুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যই যাবেন রাজ্যসভায়। এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র জানান, "কংগ্রেস-বামফ্রন্টের রাজ্যসভা নির্বাচনের যৌথ প্রার্থী বিকাশ ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়াতে আমাদের বাম-কংগ্রেস জোটের প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হল। সংসদের অভ্যন্তরেও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র হবে।'

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩৭

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১১ জন। ফলে গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৬ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ১৩৭। এই ১১ জনের মধ্যে দিল্লির একজন, মহারাষ্ট্রে চার, লাদাখ তিন, উত্তরপ্রদেশে দুই এবং কেরলে দুইজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে অনুযায়ী দেশের ১২টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনাভাইরাস তার থাবা বসিয়েছে। দিল্লিতে আটজন আক্রান্ত হয়েছে। মৃত এক। কেরল ২৪, উত্তরপ্রদেশে ১৪, হরিয়ানায় এক, মহারাষ্ট্রে ৩৬, কর্ণাটকে ১১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশে এক, জম্মু ও কাশ্মীরে তিন, তামিলনাড়ুতে এক, লাদাখে ছয়, রাজস্থানে দুই, পঞ্জাবে এক, ওড়িশায় এক, তেলেঙ্গানায় তিন, উত্তরাখণ্ডে একজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ১৩৭ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৪ জন রোগীকে চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ২৪ জন বিদেশি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অপর সচিব লব অগ্রওয়াল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জনগণের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। মাস্ক এবং সেনেটাইজারের কালোবাজারি কড়া হাতে দমন করা হবে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। যদিও সকলকে মুখে মাস্ক দিতে হবে না।

নির্ভয়া গণধর্ষণ-মামলা ফাঁসি থেকে বাঁচতে আদালতের দ্বারস্থ মুকেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচতে আরও একটি নতুন কৌশল নির্ভয়ার অপরাধী মুকেশ সিংয়েরঊ মঙ্গলবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দণ্ডিত মুকেশ সিং দাবি করেছে, ১৬ ডিসেম্বর ঘটনার দিন সে দিল্লিতেই ছিল নাঊ মুকেশের আইনজীবী মনোহর লাল শর্মা দাবি করেছেন, ১৭ ডিসেম্বর রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মুকেশকেঊ ঘটনার সময় সে (মুকেশ) ক্রাইম স্পটে ছিল নাঊ এছাড়াও তিহাড় জেলে নিগ্রহেরও অভিযোগ এনেছে মুকেশ সিংঊ মুকেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট।

পাটিয়ালা হাউস কোর্টের অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি ধর্মেন্দ্র রাণার এজলাসে আবেদন জানিয়েছে মুকেশঊ এদিন শুনানির সময় মুকেশের আইনজীবী মনোহর লাল শর্মা দাবি করেছেন, ১৭ ডিসেম্বর রাজস্থানের কৈরালি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মুকেশ সিংকে, ১৬ ডিসেম্বর ঘটনার দিন দিল্লিতেই ছিল নাঊ পুলিশ মুকেশকে ফাসিয়েছেঊ সরকার পক্ষের আইনজীবী মনোহর লাল শর্মার আবেদনের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই আবেদন শুনানির যোগ্যই নয়ঊ এটা ফাঁসি পিছিয়ে দেওয়ার কৌশল মাত্রঊ পরে মনোহর লাল শর্মা বলেছেন, মুকেশকে কৈরালি থেকে গ্রেফতারের বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর অরবিন্দঊ পরে এই বিষয়টি আড়াল করা হয়ঊ এরপর রায়দান সংরক্ষিত রেখেছে আদালত।

ঝাড়গ্রামে করোনা সন্দেহে আইসোলেশন দুবাই ফেরত বধূহত্যায় অভিযুক্ত

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মার্চ (হি.স.): ঝাড়গ্রামে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে এবার আইসোলেশন বধূহত্যায় অভিযুক্ত ধৃত দুবাই ফেরত এক ব্যক্তি ঊ করোনা আক্রান্ত সন্দেহে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রাজীব ভূঁইয়া। বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার খড়িগেড়িয়া গ্রামে। ধৃত রাজীব ভুইঞাকে তার নিজের গ্রাম খড়িবেড়িয়া থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে ২০১৯ সালে একটি বধূ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয় রাজিব ভুইঞা। তারপর থেকে রাজিব পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল।

মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, ফেরার থাকাকালীন তিনি দুবাইতে কাজ করতেন। শুক্রবার তিনি বাড়ি ফিরলে শনিবার বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। জেল

ছয়ের পাতায়

করোনা আতঙ্কে এবার এক বছর পিছিয়ে গেল ইউরো কাপ

লন্ডন, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে এক বছর পিছিয়ে গেল ইউরো কাপ। মঙ্গলবার ইউরোপের ৫৫টি জাতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে এক কনফারেন্স কলের মাধ্যমে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় উয়েফা। ইউরোপ জুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ যে আকার ধারণ করেছে, তাতে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল উয়েফা। করোনা আতঙ্কে এক বছর পিছিয়ে গেল ইউরো কাপ। চলতি বছরের ১২ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ইউরোপের ৫৫টি জাতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে এক কনফারেন্স কলের মাধ্যমে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তারা। এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, তাতে আগামী বছর ১১ জুন থেকে এই প্রতিযোগিতা হতে পারে। তবে চূড়ান্ত দিন নিয়ে সিদ্ধান্তের আগে বিভিন্ন ক্লাবের লিগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তারিখ খতিয়ে দেখে নেওয়া হবে।এক বিবৃতিতে উয়েফার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার সেসেরিন বলেন, "বিশ্বের অসংখ্য মানুষ ফুটবল ভালবাসেন। এই মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। একতা দেখাতে হবে। আমাদের কাছে সমর্থক, সাপোর্ট স্টাফ ও ফুটবলারদের স্বাস্থ্য সবার আগে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

সরকারি দফতর বন্ধ রাখার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি.স.) : সরকারি দফতরে বন্ধ রাখার এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত ৩৮ জনের চিকিৎসা চলছে। তার মধ্যে ২৪ জন পুরুষ এবং ১৪ জন মহিলা। সরকার দফতর বন্ধ রাখার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও কম কর্মীদর দিয়ে কাজ চালানোর চিন্তা ভাবনা করছে। লোকান ট্রেন এবং বাস বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভিড় কম করার দায়িত্ব জনগণের, তা না হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে প্রশাসন। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টেজ-২ করোনার মুখোমুখি লড়াই করছে মহারাষ্ট্র সরকার। করোনা রোধে সমস্ত রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারি কাজকর্ম দিনে পাঁচদিন হচ্ছে।

ইরানে করোনায় মৃত্যু আরও ১৩৫ জনের, স্পেনে মৃত ৪৯১

তেহরান, ১৭ মার্চ (হি.স.): ইরানে করোনাভাইরাসে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও ১৩৫ জনঊ বিগত ২৪ ঘন্টাতেই ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ইরানেঊ নতুন করে ১৩৫ জনের মৃত্যুর পর ইরানে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮৮ঊ মঙ্গলবার ইরানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, ইরানে করোনাভাইরাসে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে...নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,১৭৮ জনঊ গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬, ১৬৯ জনঊ মৃতের সংখ্যা ৯৮৮, সুস্থ হয়েছেন ৫,৩৮৯ জনঊ করোনা-সংক্রমণে স্পেনেও বাড়ছে মৃতের সংখ্যাঊ স্পেনে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ৪৯১-তে পৌঁছেছেঊ আক্রান্তের সংখ্যা ১১,১৭৮ জনঊ স্পেনের স্বাস্থ্য জরুরি কেন্দ্রের প্রধান ফার্নান্ডো সিমন জানিয়েছেন, স্পেনে মঙ্গলবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েচে ৪৯১ জনেরঊ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১১, ১৭৮ জন।

করোনা সতর্কতা : পরীক্ষা করে কামাখ্যা মা দর্শনের ছাড়পত্র পুণ্যার্থীদের, বিমানবন্দরে চলছে যাত্রী-স্ক্রিনিং

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে বিধ্বস্ত নাগরিক জীবন। চারদিকে সজাগতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসমের রাজধানী গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে প্রশাসন করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দৈনিক ভোগের প্রসাদ বিলিও বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।

নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম কামাখ্যা মন্দিরে প্রতিদিন হাজারো ভক্ত-পুণ্যার্থী মায়ের দর্শন করে পুজো দিতে আসেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য মন্দির পরিচালন কমিটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসনের জারিকৃত নিয়মনীতির বলে কামাখ্যা মন্দিরে শুরু করে দেওয়া হয়েছে নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করার জন্য প্রশাসনের নির্দেশ পালন করা হচ্ছে কঠোরভাবে।

মন্দিরের প্রধান দলই (পুরোহিত) কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা জানান, মন্দির চত্বরে প্রবেশদ্বার ও প্রস্থান করার রাস্তায় পুণ্যার্থী ভক্তদের স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁদের হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, মন্দির চত্বরে কার্পেট ও রেলিং বার বার ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। মন্দিরের সমস্ত চত্বরে স্বচ্ছতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে মন্দির পরিচালন সমিতি দৈনিক ভোগ প্রসাদ মঙ্গলবার থেকে বিতরণ করা বন্ধ দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে নোটিশও লাগানো হয়েছে। কামাখ্যা মন্দিরে যে সমস্ত জায়গায় বড় বড় সভা, বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের অনুষ্ঠান হয়, সেই সমস্ত জায়গাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত দর্শনার্থীকে মন্দির পরিচালন সমিতির এই পদক্ষেপকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান দলই কবীন্দ্র শর্মা। তিনি জানান, মন্দির পরিচালন সমিতি কোবিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য মন্দির চত্বরে স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে দেশি-বিদেশি সব পর্যটকদের সুবিধার জন্য হেল্প ডেস্কও তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে বড়ঝাড়ে অবস্থিত গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাইরে আগত সমস্ত যাত্রীদের নিয়মিত স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের একটি বড় টিম বিমানবন্দরে তৈরি রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানবন্দরে স্ক্রীনিং গত এক মাস ধরে লাগাতার চালানো হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে ফের তিন জন ভর্তি হাসপাতালে, পরীক্ষার পর ছেড়ে দেওয়া হল দুজনকে

বাঁকুড়া, ১৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও তিন জন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়া জুড়ে, তিন জনকে পরীক্ষার পর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অপর জনকে ও পরীক্ষার পর ছেড়ে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

মঙ্গলবার সকালে সিমলাপাল থেকে তিনজনকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।তাদের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে পাঠানো হয়, হাসপাতালে তাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা সন্দেহ মুক্ত হয়ে তাদের দুজনকে ছেড়ে দেন, অপর জনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।হাসপাতালে আগত তিন জন সম্প্রতি উত্তর ভারত ভ্রমন করে ফিরে আসেন, সর্দি জ্বরের লক্ষন দেখা দেওয়ায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

উল্লেখ্য গত কাল সোমবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে এক চিকিৎসককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তিনি সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরে বাঁকুড়ায় আসেন।তার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত উপসর্গ দেখা দিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তাকে হাসপাতালে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, তার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।চিকিৎসকের সঙ্গী অপর দুই চিকিৎসককে কোয়ান্টাইমে রাখা হয়েছে, এছাড়াও চিকিৎসকরা যে লজে উঠেছিলেন সেই লজ আপাতত সিল করে রাখা হয়েছে, লজের কর্মীদের ও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।এই ঘটনার জেরে গতকাল থেকে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়, তার রেশ কাটতে না কাটতে ফের আজকে আরো তিনজন আক্রান্তের খবরে আতঙ্ক জোড়ালো হয়।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা পার্থ প্রতিম প্রধান জানান তিন জনকে রেফার করা হয় করোনা আক্রান্ত সন্দেহে, কিন্তু তাদের শরীরে সে রকম কোনও উপসর্গ মেলেনি, দুজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়, অপর জনের পরীক্ষার পর ছেড়ে দেওয়া হবে।তিনি বলেন অযথা এভাবে রোগী রেফার করা হলে সমস্যা বাড়বে, আতঙ্ক ও বাড়বে।

এদিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকদের করোনা সংক্রান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ও করণীয় ব্যবস্থা নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

করোনা-মোকাবিলার ব্যবস্থা দেখতে ৬ হাসপাতালে স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় কলকাতার নামী বেসরকারি হাসপাতালগুলি কতটা প্রস্তুত, তা দেখতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিদল ইএম বাইপাস সংলগ্ন ছ'টি নার্সিংহোমে যায়। এদিন দুপুর থেকে দলের সদস্যরা পিয়ারলেস হাসপাতাল, আরএন টেগোর, আমরি, ডিসান, রুবি এবং ফর্টিস এইসব হাসপাতালগুলি ঘুরে দেখেন। তাদের করোনা মোকাবিলায় কি ধরনের পরিকাঠামো আছে, কিভাবে তারা রোগীদের চিহ্নিতকরণ করে দ্রুত আইসোলেশনে পাঠাচ্ছেন প্রভৃতি খতিয়ে দেখেন। প্রতিনিধিরা জানান, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি স্বাস্থ্য দফতর খতিয়ে দেখছে। বেসরকারি হাসপাতালে এই পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের। পিয়ারলেস হাসপাতাল তাদের সেমিনার রুম আইসোলেশন রুম হিসাবে পর্যবসিত করেছে। এমার্জেন্সিতে দুটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার শয্যা করেছে। মেডিকা হাসপাতালে আমরা কিছু পরামর্শ দিয়েছি অতিরিক্ত ব্যবস্থার জন্য। তারা আশ্বাস দিয়েছে। আমরা আবার আসব। আমাদের মূল লক্ষ্য ভবিষ্যতে যদি বেশি লোক এই রোগে আক্রান্ত হন, তাঁরা যেন চটজলদি চিকিৎসার যথাযোগ্য সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা দেখা।

চরণামৃতের নামে হোমগার্ডকে গোমূত্র খাওয়ানোয় এফআইআর দায়েব

কলকাতা,১৭ মার্চ (হি.স.): করোনা সংক্রমণে সোমবার জোড়াসাঁকোর কাছাকাছি একটি খাটালে ধুমধাম করে গো-পূজন হয় ঊ করোনা রুখতে প্রসাদ স্বরূপ দেওয়া হল গোমূত্রও ঊ আর এবার অভিযোগ উঠেছে সেই গোমূত্র নাকি খাওয়ানো হয়েছে এক উরদিধারী হোমগার্ডকে ঊ আর সেই অভিযোগে মঙ্গলবার জোড়াবাগান থানায় অজ্ঞাত পরিচয়দের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর,ওই হোমগার্ডকে জোর করে গোমূত্র খাওয়ানো হয়েছিল চরণামৃত বলে ।জানা যাচ্ছে ধূপের গোছা জ্বালিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে চলছে অর্চনা । শুধু ফুল, ঘণ্টা, ধূপ ধূনোই নয়, ল্যামিনেট করা পোস্টারও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল খাটালে ঊ তাতে লেখা ছিল , গোমাতা, করোনা থেকে বাঁচাও, আশীর্বাদ কর ঊ প্রসাদ স্বরূপ দেওয়া হয় গোমূত্র ।

করোনা রোধে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঐতিহাসিক স্মারকগুলি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) করোনাভাইরাস রোধে জন সমাগম বন্ধ রাখার নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মর্মে ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাজমহল, কুতুব মিনার সহ দেশের সবকটি ঐতিহাসিক স্মারক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। টিকিট এবং টিকিট ছাড়া সমস্ত ঐতিহাসিক স্মারকই ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ (এএসআই) সকল স্মারকের সার্কেল অফিসারদের এই সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশ দিয়েছে। জাতীয় সংগ্রহশালা ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনাভাইরাস থেকে সতর্ক থাকতে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে দেশবাসীকে সার্বজনীন স্থানে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

রঞ্জন গগৈকে রাজ্যসভার মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে নিন্দায় সরব কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে রাজ্যসভার মনোনীত করা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখর হল কংগ্রেস। এমন পদক্ষেপকে সংবিধান এবং গণতন্ত্রের উপর হামলা হিসেবে অভিহিত করেছে শতাব্দী প্রাচীন দলটি। পাশাপাশি নীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের বিষয়টিকে বিপদজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস।

মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অভিষেক মণু সিংভি জানিয়েছেন, রাজ্যসভায় দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে মনোনীত করে দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আঘাত হানা হয়েছে। কংগ্রেস এখানে কোনও ব্যক্তি বিশেষ আঘাত করছে না। নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়েই কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে। বিগত ৭০ বছরে দেশ যে নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছিল, তা লজ্জিত হয়েছে। দেশের বিচারব্যবস্থা এবং সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে একটা বেড়াজাল ছিল। কিন্তু কেন্দ্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হামলা চালাচ্ছে, তা গণতন্ত্রের জন্য বিপদজনক। অভিষেক মণু সিংভি আরও বলেন, বিজেপি বারেবার অভিযোগ করে এসেছে যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্রকে রাজ্যসভার মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু অবসরগ্রহণের ছয় বছর পরে তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছিল কংগ্রেস। এই সকল সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিজেপি নিজের জোটশরিকদের কথাও শোনেন না।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ডায়াবেটিসের ওষুধ দূর করবে অ্যালঝেইমারও

অ্যালঝেইমার বা মস্তিষ্কের স্মৃতিহীনতা রোগ হলে মানুষ স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকে। এক সময় নিজের যাপিত জীবনের কিছুই আর মনে থাকে না তার। আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিস অ্যালঝেইমারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং এটি এ রোগ বাড়াতে সহায়ক। এতোদিন নিদারুণ রোগটির তেমন কোনো চিকিৎসা না থাকলেও এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, ডায়াবেটিসের ওষুধই অ্যালঝেইমারের উপসর্গগুলো দূর করতে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন, অ্যালঝেইমারের উপসর্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে তৈরি ওষুধটি ইদুরের ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এটি উল্লেখযোগ্যহারে স্মৃতিশক্তি হারানোর বিপরীতে কাজ করতে সমর্থ।

জানা গেছে, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান হোলসকারের নেতৃত্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'ওষুধটির অ্যালঝেইমার রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী নিউ্বোডি জেনবটি ডিসঅর্ডারের জন্য নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে উন্নীত হওয়ার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' এটি মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ফ্যাক্টরের মাত্রা বাড়িয়েছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষা করে, মস্তিষ্কের অ্যালজাইমার, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেনের সাথে সংযুক্ত অ্যাইয়াইলয়েড ফলকগুলোর পরিমাণ হ্রাস করে। ওষুধটি স্নায়ুকোষের ক্ষতির হারও নিচে নামিয়ে আসে।'

অ্যালঝেইমার রোগ ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি একটি বর্ধনশীল রোগ, যা স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কার্যকারিতা ধ্বংসকরে। ডিমেনশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা দাতব্য প্রতিষ্ঠান অ্যালঝেইমার সোসাইটির মতে, ২০৫১ সালের মধ্যে ব্রিটেনের ২০ লাখের বেশি মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অ্যালঝেইমার সোসাইটির গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালক ড: ডগ ব্রাউন বলেন, এ ওষুধটির কাজ করলে আগামী ১৫ বছর কোনো নতুন চিকিৎসার সঙ্গে অ্যালঝেইমার মোকাবেলার নতুন উপায় খুঁজতে হবে না।' 'ওষুধটিকে উন্নত করা গেলে এটি অ্যালঝেইমার ও ডিমেনশিয়ার অন্যান্য ফর্মগুলোর সঙ্গে মানুষের উপকার করতে পারে। গবেষণার এ পদ্ধতিটি তাদের প্রয়োজনে নতুন ওষুধের প্রতিশ্রুতিও লাভ করতে পারে।'যদিও ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝেইমারের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকার নেই। তবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে পুষ্টিকর ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার ও শরীরচর্চা সহায়ক। বায়তানাথের ক্লিনিক্যাল অপারেশনস অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন ম্যানেজার ড: আশুতোষ গৌতম বলেন, 'অশ্বগন্ধা ও ব্রাহ্মীর মতো উদ্বিদগুলো মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ফাংশনকে মনোযোগ ও ঘনত্বের মতো উন্নতি এবং স্নায়ুকোষের ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে।'

ভিটামিন সি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চলাফেরা এবং ভিটামিন বি বয়সজনিত মস্তিষ্কের সংকোচন ও জ্ঞানীয় ক্ষতিকারকতা থেকে রক্ষা করে। কালো মুরগির মাংস, চিংড়ি মাছ, ফল, মাছ, সবুজ শাক-সবজি, মাশরুম, চিনাবাদাম, তিলের বীজ, ডিম মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সংশোধন করে।

একটি পুষ্টিকর বীজ ও বাদাম উল্লেখযোগ্যভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে কুমড়ার বীজ স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ম করতে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। আখরোটও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুলোয় একটি ভাল উৎস। সূর্যমুখী বীজসহ অন্যান্য বাদাম এবং বীজ ভিটামিন ই এর ভালো উৎস, যা মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম ও হৃদস্পন্দনকে বাড়িয়ে দেয় যা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত করে, যাস্মৃতিশক্তিকে ধারালো রাখে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, চেতনা ও হিপোকাম্পাসকেও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাটা বা নাচাও মস্তিস্কের দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির অনুঘটক।

কচুশাক কেন খাবেন?

কচুশাক একটি সহজলভ্য সবজি। কচুপাতা ভর্তা ও তরকারি বেশি জনপ্রিয়। ইলিশ, চিংড়ি, ছোট মাছ বা শুঁটকি মাছ দিয়ে কচুশাকের তরকারি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। কচুশাককে অনেকেই গুরুত্ব দিতে চান না। তবে আপনি জানেন কি কচুশাকের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে। কিন্তু এই কচুশাকই দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদার অনেকখানি পূরণ করতে পারে।

কচুশাকের পুষ্টিগুণ

কচুশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ। প্রতি ১০০ গ্রাম কচুশাকে থাকে ৬.৮ গ্রাম শর্করা, ৩.৯ গ্রাম প্রোটিন, ১০ মিলিগ্রাম লৌহ, শূন্যদশমিক ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ১ থায়ামিন, শূন্য দশমিক ২৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ২ (রাইবোফ্লেবিন), ১২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১.৫ গ্রাম স্নেহ বা চবি, ২২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৫৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি।

আসুন জেনে নিই কচুশাক কেন খাবেন-

রাতাকানা রোগ

কচুশাক ভিটামিন এ এর খুব ভালো উৎস। রাতাকানা রোগসহ ভিটামিন এ এর অভাবে হওয়া সবধরনের রোগপ্রতিরোধে কচুশাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কচুশাকে ভিটামিন এ থাকে, যা আমাদের রাতকানা, ছানি পড়াসহ চোখের বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধসহ দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

হিমোগ্লোবিন

কচুশাক আয়রণসমৃদ্ধ বলে এর সমাদর অনেক বেশি। আমাদের শরীরে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে সব ডাক্তারই কচুশাক খাওয়ার পরামর্শ দেন। কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে, তই রক্তশূন্যতায় ভোগা রোগীদের জন্য কচুশাক খাওয়া একরকম আবশ্যক বললেই চলে।

মুখ ও ত্বকের রোগ

ভিটামিন এ এর পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন বি ও সি। তাই মুখ ও ত্বকের রোগপ্রতিরোধেও কচুশাক সমান ভূমিকা রাখে।

হৃদরোগ ও স্ট্রোক

কচুশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম, তাই হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়। তাছাড়া কচুশাক খেলে রক্তের কোলেস্টেরেল কমে তাই উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কচুশাক এবং কচু বেশ উপকারী। নিয়মিত কচুশান্ক খেলেকোলন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে, যা খাবারকে সহজে হজম করতে সাহায্য করে থাকে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে, তারা কচুশাক খেতে পারেন।

শরীরে ক্ষত

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকায় এর লৌহ উপাদান আপনার দেহে সহজে আত্তীকরণ হয়ে যায়। তাছাড়া ভিটামিন সি শরীরের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কচুশাক খাওয়ানো উচিত।

অক্সিজেন সরবরাহ

আমাদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ সচল রাখতে কচুশাক অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালনকরে থাকে। এ শাকের আয়রন ও ফোলেট রক্তের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে অক্সিজেন সংবহন পর্যাপ্ত থাকে। এতে উপস্থিত ভিটামিন কে রক্তপাতের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

দাঁত ও হাড়ের গঠন

কচুশাকের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ ও ফসফরাস। আমাদের দাঁত ও হাড়ের গঠন ও ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে কচুশাকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী নারী

কচুশাকে বিদ্যমান নানা রকমের ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান গর্ভবতী মা ও শিশুর জন্য অনেক উপকারী। কচুশাক সহজলভ্য তাই দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী নারীরা ভিটামিন ও আয়রনের চাহিদা পূরণের জন্য কচু বা কচুশাক খেতে পারেন।

সতর্কতা

কচুশাক বা কচু খেলে অনেক সময় গলা চুলকায়। কারণ এতে অক্সলেট নামক উপাদান থাকে। তাই কচু রান্না করার সময় লেবুর রস বা সিরকা ব্যবহার করা উচিত। তবে যাদের শরীরে অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাদের কচু বা কচুশাক না খাওয়াই ভালো।

শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে অজানা ৩ কথা

আপনি জানেন কি শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি। অনেক বাবা মা হয় তো জানেন না শিশুর মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো তিনটি জিনিস জানা জরুরি।

আপনি হয় তো জানেন শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য ঠিক কতটা পুষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু আপনি কি এটি জানেন যে, কোন শিশুর প্রাথমিক বছরগুলোতে, তার মস্তিস্কের সব থেকে দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং সেইবিকাশের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টির।

প্রাথমিক বছরগুলোতে মস্তিষ্কের বিকাশ

২-৬ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মস্তিষ্কের বহুল মাত্রায় বিকাশ ঘটে। পুষ্টিবিজ্ঞান বলেছে, মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই বাচ্চাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে যায় ৯০ শতাংশ।

এই সময়ের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ লাখ নিউরাল সংযোগ হয়। দক্ষ কার্যকারিতার জন্য, একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংযোগকারিতা হ্রাস পায়, যারনাম প্রাণিং।

এটিহিল সেই সময়, যখন মস্তিষ্ক তার ভেতরের জটিল নেটওয়ার্ক সংযোগগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে, যা পরবর্তী জীবনে কোনো মানুষের উপলব্ধি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদি তৈরি হওয়ার নেপথ্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়ও বটে। প্রথমে দেখা ও শোনার মতো গুরুত্ব পূর্ণ প্রক্রিয়াগুলোর জন্য সংযোগ এবং সংবেদনশীল উপায়গুলো বিকশিত হয়। এর পরবর্তী ধাপে শিশুদের ভাষা ও অন্যান্য জ্ঞানের বিকাশঘটে।

এই সময়ে বাবা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা এবং তাদের শিশুদের যত্ন নেওয়াটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি শিশুদের মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি সুনিশ্চিত করা

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য শিশুর ঠিক কতটা পুষ্টি প্রয়োজন, তার দিকে সর্বদাই খেয়াল রাখতে চান বাবা মায়েরা। কিন্তু কীভাবে তারা বাচ্চাদের মস্তিষ্কের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করতে পারেন? নিচে এমন কিছু অপরিহার্য পুষ্টির কথা বলাহল, যা বাচ্চাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডেকোসাহেক্সানোয়িক অ্যাসিড

ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড

মূল নার্ভাস সিস্টেমের অন্তবর্তী ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের ভেতরে থাকা কুঠুরিগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন এ ধরনের পুষ্টিগ্রহণ যে কোনো শিশুর বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

ডিএইচ এ

ডিএইচ এর অভাবের ফলে শিশুদের বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন মানসিক চাপ, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু শিশুদের রোজকার ডায়েটে খুব কম পরিমাণেই ডিএইচএ পাওয়া যায়।

ক্লোরিন

স্মৃতিশক্তি তৈরি এবং তা ধারণ প্রক্রিয়ায় সহায়তার মাধ্যমে ক্লোরিন বিশেষভাবে শিশুদের মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

আয়রন

রক্তে অক্সিজেনের বাহক হিসেবে আয়রন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সবারই জানা। শিশুদের বেড়ে ওঠার সময় আয়রনের অভাব নার্ভাস সিস্টেমেরমধ্যে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। শিশুদের শেখার বা শিখতে চাওয়ার অভ্যাসকে ধরে রাখার জন্য আয়রন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন বি

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে ৮ টি ভিটামিন রয়েছে। এ ভিটামিনগুলো মস্তিষ্কের নিউরো ট্রান্সমিটার এবং শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োডিন ও জিংক নার্ভাস সিস্টেম ও সাধারণ মস্তিষ্ক বিকাশের ক্ষেত্রে আয়োডিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে স্বাদ গন্ধের মতো সংবেদনশীল প্রক্রিয়াগুলোর বিকশের নেপথ্যে রয়েছে জিংক।

প্রাথমিক বছরগুলোতে কোনো শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের জন্য এ পুষ্টিগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তুঅনেক বাবা মায়েই জানেন নাযে বাচ্চাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ঠিক কতটা পরিমাণে পুষ্টিগ্রহণ প্রয়োজন।

পাশাপাশি খিদেকমপাওয়ার দরুণ বাচ্চারা খায়ও কম। বলাবাহুল্য, কোনো প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় বাচ্চাদের তিন ভাগের এক ভাগ খিদে পায়। ফলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পুষ্টিগুলো গ্রহণ করা হয়ে পড়ে আরও কঠিন।

কেন নারীরা পুরুষদের চেয়ে খাটো হয়?

প্রাণীজগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের গড় উচ্চতা নারীদের চেয়ে বেশি। এটা জটিল ও কঠিন বিষয়। বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানী মনে করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর উচ্চতায় পার্থক্য এসেছে।

অতীতে প্রাণীজগতে নারীসঙ্গী লাভের জন্য পুরুষদের মধ্যে তীব্র লড়াই হতো। লম্বা ও শক্তিশালী পুরুষদের জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি বলে তাদের সন্তানদের একই গুণাবলি অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিবর্তনের ধারায় গড় উচ্চতা বেশি— এমন পুরুষ ও মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সন্তান জন্মদানের সময় খাটো মেয়েদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে বিবর্তনের ধারায় অপেক্ষাকৃত লম্বা মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের গড় উচ্চতা ছেলেদের চেয়ে কম। ভালো, পুষ্টিকর ও বেশি খাবার সাধারণত পুরুষেরাই আদিকাল থেকে পেয়ে আসছে। এখনো এই প্রথা অব্যাহত আছে। কম খাওয়া জুটলে উচ্চতাও তুলনামূলক কমে যায়। সমাজবিদেরা মনে করেন, মেয়েদের গড় উচ্চতা কম হওয়ার পেছনে এ সামাজিক বৈষম্য কাজ করেছে।

তবে নারী পুরুষদের উচ্চতার এই পার্থক্যের কারণ মূলত জেনেটিক। মেয়েদের কয়েক বছর আগে থেকে লম্বা হওয়া বন্ধ হয়ে যায় নারীর মাঝে হরমোনের পরিবর্তনটা খুবই লক্ষণীয়।

সাইজে বড় হওয়ার কারণে সুবিধা আছে অনেক, তবে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো তুলনামূলক বেশি খাবার খেতে হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে পুরুষদের। অথচ নারী যদি তুলনামূলক লম্বা হয়, তাহলে নানা দিক দিয়েই ভালো।

আকর্ষণীয়তার প্রথম প্লাস পয়েন্ট। এই পশ্চিমা দেশে নারী ফিগার বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। মেয়ে মানুষদের জন্য কত সব বিবরণ। কার্ভি মেয়ে, অর্থাৎ এই পশ্চিমা দেশে ৩৬-২৪-৩৬ ইঞ্চি সাইজকে কার্ভি বলা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আপেল কলা এবং পেয়ার সেইপও আছে।

এক সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে ৬ ইঞ্চি লম্বা। সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলাদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা।

গুগল ক্রোমের চেয়ে বেশি নিরাপদ এজ

প্রযুক্তির বিশ্বে ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এখন গুগল ক্রোম। একটা সময় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা মজিলা ফায়ারবক্স শীর্ষ ওয়েব ব্রাউজার থাকলেও এখন গুগল ক্রোমের ধারে কাছেও নেই কোনোটি।

কিন্তু নিরাপত্তারপ্রশ্নে এগিয়ে কোনটি? এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা দাবি করছে, গুগল ক্রোমের চেয়েও ব্যবহারকারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ মাইক্রোসফট নতুন ওয়েব ব্রাউজার 'এজ'।

যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম এনএসএস ল্যাবের এক সমীক্ষা শেষে দাবি করা হয়েছে, স্ক্যাম বা ভুয়া প্রতারক সাইটগুলো থেকে সুরক্ষা দিতে 'এজ' সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

স্ক্যাম সাইটগুলোর উদ্দেশ্যে থাকে মানুষকে ভুল তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তি করে বা লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য; যেমন পাসওয়ার্ড, ঠিকানা, মেসেজ, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ইত্যাদি জেনে নেওয়া। এ পদ্ধতিটাকে ফিশিংও বলা হয়ে থাকে। আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারগুলো এসব স্ক্যান সাইটের সন্দেহজনক ইউআরএল শনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে। তবে প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এসব স্ক্যাম সাইটগুলোর কর্মপন্থাও উন্নত হচ্ছে এবং আরও অভিনব উপায়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

এনএসএস ল্যাব এমন নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনটি জনপ্রিয় ব্রাউজার ক্রোম, ফায়ারফক্স ও এজের ওপর ৩৬ হাজার ১শ ২০ টি সন্দেহজনক ইউআরএলের পরীক্ষা চালায়।

পরীক্ষায় ক্ষতিকর ইউআরএল ব্লক কর্য, নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা ও নতুন সৃষ্ট হুমকি থেকে নিরাপত্তা প্রদানে কোন ব্রাউজার কতোটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাইক্রোসফট ঋেজ ৯২.৩ শতাংশ ফিশিং ইউআরএল ব্লক করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে গুগল ক্রোমের সফলতার হার ৭৪.৫ শতাংশ এবং ফায়ারফক্সের সফলতা ৬১.১ শতাংশ।

ক্ষতিকর সাইটগুলো থেকে সুরক্ষার জন্য আধুনিক ব্রাউজাব. গুলো ইউআরএলগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে। এরপরকোন শ্রেণির ইউআরএল কতোটা নিরাপদ তা বিবেচনা করে সে সংক্রান্ত তথ্য ক্লাউডে সংরক্ষিত রাখে। ব্যবহারকারী কোনো ক্ষতিকর ইউআরএলে প্রবেশ করতে চাইলে ব্রাউজার এর শ্রেণি অনুযায়ী ক্লাউডের পারমিশন চায়। যদি ব্যবহারকারীর ইউআরএল ক্ষতিকর শ্রেণির হয়ে থাকে, তবে ব্রাউজার সতর্কবার্তা দেখাবে। আর নিরাপদ ইউআরএলের ক্ষেত্রে ব্রাউজার সেখানে প্রবেশ করবে।

নতুন ধরনের ম্যালওয়ার 'জিরো আওয়ার' ফিশিং স্ক্যামের ক্ষেত্রেও এজ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে। এজ ৮১.৮ শতাংশ জিরো আওয়ার ফিশিং স্ক্যাম ব্লক করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে ক্রোম ৫৮.৬ শতাংশ ও ফায়ারফক্স ৫০.৭ শতাংশ সফল।

গুগল ক্রোম বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সহজ ব্যবহার, দ্রুত গতি ও ব্যাপক কার্যপরিধির কারণে। অপরদিকে মাইক্রোসফট এজ উইন্ডোজ-১০ এর একটি ডিফল্ট ব্রাউজার। সম্প্রতি এন্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইসের জন্য এর অ্যাপ বাজারে এসেছে।

বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে দিব্যাঙ্গনরা রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ বৈশের সাথে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

অরুণাচলি কন্যা মার্কিন সেনা আধিকারিক সোশাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস, অভিনন্দন

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : দেশের ঈশান কোণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশের মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর আধিকারিক পদে নিয়োজিত হয়েছেন। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে দেদার উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন নেটিজেনরা।

খবর নিয়ে জানা গেছে, মাত্র তিন বছর আগে আমেরিকায় গিয়েছিলেন অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সিয়াং জেলার অন্তর্গত পাসিঘাটের মেয়ে নিকি লেগো। ২০১৯ সালের জুন মাসে তিনি আমেরিকা সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। সম্প্রতি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকের প্রফাইল পিকচার বদল করে আমেরিকান সেনা বাহিনীর ইউনিফর্ম পরে একটি ছবি পোস্ট করেন নিকি। এর পর ফটোটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেলে নিকি লেগো চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ফটো ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে নিকিকে বিভিন্নজন টুইটার এবং ফেসবুকের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

অরুণাচল প্রদেশের কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিনং এরিং নিকি লেগোকে 'অরুণাচল প্রদেশের যুব প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস' বলে অভিহিত করেছেন। এমন বহু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাধারণ জনতা নিকিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

পাসিঘাটের সিয়াং মডেল স্কুলের পাঠ শেষ করে নিকি লেগো মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের লেডিকিন কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। এর পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনসংযোগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে এক সময় গুগল-এর জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে কাজে যোগ দেন। সেই সূত্রে তিনি আমেরিকায় পাড়ি দেন। আমেরিকায় গিয়েও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অবশেষে গত বছর জুনে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে আধিকারিক পদে যোগদান করেন নিকি। গত ৫ মার্চ প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্টের জর্জিয়ায় নিয়োজিত হয়েছেন।

৩ এপ্রিল পর্যন্তই চলবে সংসদের অধিবেশন : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): গোটা দেশে নভেল করোনাভাইরাসের আতঙ্ক বিরাজমানঊ দ্রুত ছড়াচ্ছে মারণ এই ভাইরাসঊ সংসদের বাজেট অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করা নিয়েও শুরু হয়েছে টানাপোড়েনঊ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দিন কমিয়ে আনার জন্য চিঠিও লিখেছিলেন বেশ কয়েকজন সাংসদঊ কিন্তু, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ৩ এপ্রিল পর্যন্তই চলবে বাজেট অধিবেশনঊ একইসঙ্গে অধিবেশনে কমিয়ে আনার জন্য, কয়েকজন সাংসদের চিঠির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা ১৩০ কোটি জনগণের প্রতিনিধি।

মঙ্গলবার সকালে সংসদের গ্রন্থাগার ভবনে বৈঠকে বসে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সংসদীয় দলঊ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, মুক্তার আব্বাস নকভি, জেনারেল ভি কে সিং প্রমুখঊ সংসদীয় পার্টির বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '৩ এপ্রিল পর্যন্তই চলবে সংসদের বাজেট অধিবেশনঊ' করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে সমস্ত বিজেপি সাংসদদের নিজ নিজ সংসদীয় কেন্দ্রে গিয়ে জন সচেতনতা বাড়ানোরও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঊ সংসদীয় পার্টির বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেছেন, 'আজকের বৈঠকে, চিকিতক, নার্স এবং সমুদ্র বন্দর ও বিমানবন্দরে কর্মরতদের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ কোভিড-১৯ নিয়ে জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ইলেকট্রনিক এবং সংবাদ পত্রের ভূমিকার জন্য প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনা-আতঙ্ক! ৩১ মার্চ অবধি তিনটি দেশে ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ রুখতে আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিন্সে যাওয়া এবং ওই তিনটি দেশ থেকে ভারতে আসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভারত সরকারঊ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবতথাকবে এই নির্দেশিকাঊ এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার, ওমান ও কুয়েত থেকে ভারতে আসা সমস্ত বিমান যাত্রীদের কোয়ারান্টাইনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আফগানিস্তান, ফিলিপিন্স এবং মালয়েশিয়া থেকে ভারতে আসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছেঊ ১৭ মার্চ, মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে এই ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞাঊ এদিকে, ভারতে দ্রুততার সঙ্গে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসঊ মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ভারতে ইতিমধ্যেই ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৬।

করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে আইসোলেশনে দিলীপ কুমার

মুম্বাই, ১৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে আইসোলেশনে আছেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি দিলীপ কুমার। মঙ্গলবার টুইট করে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন তিনি । অশীতিপর অভিনেতা যাতে সংক্রমণে আক্রান্ত না হন তার জন্য আগেভাগেই তাঁকে সবার থেকে সরিয়ে আলাদা একটি ঘরে রাখার বন্দোবস্ত করেছেন অভিনেত্রী স্ত্রী সায়রা বানু । কিছুদিন আগেই তাঁকে বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে ভর্তি করা হয়েছিল মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে।

দিলীপ কুমার তার টুইটে জানান, 'করোনা ভাইরাসের জন্য আমার মতো আপনারাও আগেভাগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। হাত পরিষ্কার রাখুন। ভিড় এড়িয়ে চলুন। চোখ-মুখে হাত দেবেন না। আক্রান্তের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। ' সম্প্রতি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে সায়রা বানু টুইটে আশ্বস্ত করেন সবাইকে। লেখেন, ' এখন অনেকটাই ভালো আছেন দিলীপ। শিরদাঁড়ায় ব্যথা হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করতে হয়েছিল হাসপাতালে। সমস্ত পরীক্ষার পর তাঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আল্লার দোয়ায় সুস্থ আছেন দিলীপ সাব। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, তাঁকে এভাবে এখনও ভালোবাসার জন্য।'

করোনা সংক্রমণ জয় করে বাড়ি ফিরলেন হলিউড অভিনেতা টম হ্যাঙকস

সিডনি, ১৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ জয় করে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন হলিউড অভিনেতা টম হ্যাঙকস। মঙ্গলবার, এখবর জানাল অস্ট্রেলীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এক সপ্তাহ আগে সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন টম এবং তাঁর স্ত্রী রীতি উইলসন। তিনি এখনও ছাড়া পাননি। একাধিক অস্কারজয়ী অভিনেতা সম্প্রতি ব্রিসবেনের গোল্ড কোস্টে এলভিস প্রেসলির বায়োপিকের শুটিং করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী-ও। খবর, সেখানেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ৬৩ বছরের দম্পতি।শুটিংয়ের পাশাপাশি গায়ক, গীতিকার ইউলসনের ব্রিসবেনে একটি অনুষ্ঠানেও যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণ তাঁর শরীরে মিলতেই বাতিল করা হয় সেই অনুষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে হাতপাতালে ভর্তি করা হয় দম্পতিকে। যাতে তাঁদের থেকে সংক্রমণ অন্যদের মধ্যে না ছড়ায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টম জানিয়েছেন, সংক্রমণ ছড়াতেই যেভাবে তাঁদের যত্ন নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সত্যিই তা প্রশংসার যোগ্য।

মঙ্গলবার জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ঝাড়গ্রামে নেশা মুক্তি ঘটাতে উদ্যোগী আবগাড়ি দফতর

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মার্চ (হি.স.): পাপেট শোয়ের মাধ্যমে এবং সাঁওতালি ভাষায় চোলাই মদের কু-প্রভাব সম্পর্কে বার্তা দেওয়া শুরু করল ঝাড়গ্রাম জেলা আবগাড়ি দফতর। স্বস্তঃস্ফূর্তভাবে নেশা মুক্তি ঘটানোর লক্ষ নিয়ে এই প্রচার শুরু করেছে। হাটে বাজারে বিভিন্ন জায়গায় চলছে সচেতনতা।

মঙ্গলবার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ফেকো হাটে চোলাই বিরোধী এবং করোনা নিয়ে সচেতনাতামূলক প্রচার চালানো হয়। ঝাড়গ্রাম জেলার অন্যতম বড় হাট হল ফোকো হাট। এই হাটেই ঝাড়গ্রামে জেলা আবগাড়ি দফতরের সুপারইনটেন্ডন অনির্বান সান্যালের নেতৃত্বে একটি অভিনব চোলাই বিরোধী প্রচার অভিযান চলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। এদিনের সচেতনতামূলক কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন আবগাড়ি নয়াগ্রাম সার্কেলের ওসি রাহুল সিং,ওসি বিনপুর সার্কেল অংশুমান ঘোষ। এছাড়া এই কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সৌরভ ঘোষ। জনপ্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপসিয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি নিরঞ্জন দাস।এছাড়াও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আবগাড়ি দফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পাপেট শোয়ের মাধ্যমে হাটে উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্য চোলাই মদ পানের নানা কুফল সম্পর্কে বোঝানো হয়। চোলাইয়ের প্রভাবে কিভাবে শরীর নষ্ট হয় তা বোঝানো হয়। বিষ চোলাই মদ পান করে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তা নিয়ে নানা পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো হয়। পাশাপাশি করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো স্বাস্থ্য বিধিরা নানা দিক গুলি তুলে ধরেন মানুষের সমানে।

খগেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, " আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভালো ভাবে হাত ধুতে হবে। ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি গুলি মনে চলতে হবে। কোন শারীরিক সমস্যা বোধ করলে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসককে দেখাতে হবে।" চোলাই বিরোধী সচেতনতামূলক প্রচার জেলার বিভিন্ন হাট গুলিতে করা হবে। ঝাড়গ্রাম জেলা আবগাড়ি দফতরের সুপারইনডেন্ডন অনির্বান সান্যাল বলেন, "শুধু শাস্তী নয়। মানুষের মধ্যে চোলইএর কুফল গুলি কি রয়েছে সেই সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মানুষ সচেতন হলেই নেশা মুক্তি হবে।এদিন আমরা ফেকো হাটে আমরা পপেট সোয়ের মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছি। জেলার বিভিন্ন হাট গুলিতে পরপর এই কর্মসুচি চলবে।"

উল্লেখ্য, হাট একটি এমন জায়গা যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ জন আসেন নিজেদের প্রয়োজনে। তাই একটি বৃহত্তর মানুষের মধ্যে চোলই মদের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সচেতনতা বড় অংশের মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে মনে করছেন আবগাড়ি দফতরের আধিকারিকেরা।

করোনায় রোধে ভিড় এড়াতে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের ভাড়া বাড়াল রেল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা রোধে রেল স্টেশনে ভিড় না হতে দেওয়ার জন্য অভিনব পদক্ষেপ। বাড়িয়ে দেওয়া হল প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম। এই ধরণের টিকিটের জন্য আগে ১০ টাকা দিতে হতো। এখন তা বাড়িয়ে করা হল ৫০ টাকা। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে স্টেশন চত্বরে অনাবশ্যক ভিড় এড়ানোর জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে রেল।

পশ্চিম রেলওয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী মুম্বই, আহমেদাবাদ, রতলাম, রাজকোট, ভাবনগর, ভদোদরা সহ ছয়টি ডিভিসনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম ৫০ টাকা করা হয়েছে। পশ্চিম রেলওয়েতে সব মিলিয়ে ৭৫৮টি স্টেশন রয়েছে। তার মধ্যে ৪৫০টি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।

ছয়ের পাতায়

নৌবাহিনীতেও মহিলাদের জন্য স্থায়ী কমিশনড পদ : শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): সেনাবাহিনীর পর এবার নৌবাহিনীঊ নৌবাহিনীতেও মহিলাদের স্থায়ী কমিশনড পদে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টঊ মঙ্গলবার ঐতিহাসিক রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ভারতীয় নৌবাহিনীতে মহিলা অফিসাররাও পুরুষদের সমকক্ষঊ এক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য হওয়া উচিত নয়।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রায় দিতে গিয়ে জানিয়েছে, যে সমস্ত মহিলারা দেশের সেবা করছেন, তাঁদের স্থায়ী কমিশনড পদে নিয়োগ না করা হলে, তা অবিচার হবেঊ এ বিষয়ে আগামী ৩ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপও করতে নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতঊ চলতি বছরের ফেব্রুয়াসি মাসেই সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা কার্যকর করতে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টঊ এবার ভারতীয় নৌবাহিনীতেও একই নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করার কথা বলল সর্বোচ্চ আদালত।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় নৌবাহিনীতে চিকিতা ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্যান্য পদে মহিলাদের নিয়োগ শুরু হয় ১৯৯২ সালেঊ কিন্তু, এযাবতস্থায়ী কমিশনড অফিসার পদে অর্থাতকুড়ি বছর কাজ করার সুযোগ পাননি তাঁরাঊ পদোন্নতি অথবা পেনশনের মতো সুবিধা বাদ দিয়ে শুধু ১৪ বছর কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছিলঊ অবশেষে নৌবাহিনীতেও মহিলাদের স্থায়ী কমিশনড পদে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টঊ শীর্ষ আদালতের ঐতিহাসিক এই রায়ে খুশি প্রকাশ করেছেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনীঊ হেমা মালিনী বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত ভাল খবরঊ মহিলারা এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল।

উত্তর প্রদেশে করোনায় সংক্রমিত আরও দু'জন, লাদাখে আক্রান্ত ৩ জন

লখনউ ও লাদাখ, ১৭ মার্চ (হি.স.): চিনের হুবেই প্রদেশে উতত্তি, চিনের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাণ্ডব চালানোর পর এখন ভারতে হানা দিয়েছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসঊ করোনা-হানায় ভারতে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। উত্তর প্রদেশে আরও দু'জনের শরীরের মিলেছে করোনাভাইরাসের সন্ধান। উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার সেক্টর ৭৮ এবং সেক্টর ১০০-তে দু'জনের শরীরে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ উত্তর প্রদেশ ছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে ৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার চিফ মেডিকেল অফিসার (সিএমও) অনুরাগ ভার্গব জানিয়েছেন, 'সেক্টর ৭৮ এবং সেক্টর ১০০-তে দু'জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ উভয়েই ফ্রান্স থেকে ফিরেছিলেনঊ তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ' অপরদিকে লাদাখের কমিশনার সেক্রেটারি রিগজিন সাম্ফিয়াল জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে ৩ জনের শরীরের করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ লাদাখে করোনায় দু'জন আক্রান্ত এবং কার্গিল জেলায় একজনঊ লাদাখে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৬।

করোনার জেরে শাহিনবাগ আন্দোলন প্রত্যাহারের দাবি শাহনাওয়াজের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কের জেরে শাহিনবাগের আন্দোলন তুলে নেওয়ার আর্জি জানালেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হুসেন।

মঙ্গলবার ট্যুইটারে এক ভিডিও বার্তায় শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, 'শাহিনবাগের মা ও বোনেদের কাছে আর্জি আপনাদের জীবন অনেক মূল্যবান। করোনাভাইরাস একটা বড় বিপদ। ফলে অবিলম্বে আপনাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সিএএ কারও নাগরিকত্ব হরণ করবে না। এই বিষয় সংসদে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শান। এমনকি কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলও তা মেনে নিয়েছে।'

শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে নিজের ভিডিও বার্তায় শাহনাওয়াজ হুসেন আরও জানিয়েছেন, 'যারা আপনাদের ধর্ণা মঞ্চে গিয়ে বড়বড় কথা বলে এসেছিল তারাও স্বীকার করে নিয়েছে যে সিএএ নাগরিকত্ব হরণ করা কোনও আইন নয়। তাই দুশ্চিন্তা না করে ধর্ণা বন্ধ করে দেওয়া উচিত আপনাদের। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে বলেছেন যে সকল মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ ভারতীয় তাদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। করোনাভাইরাস থেকে আসা বিপদকে উপলব্ধি করে আপনাদের উচিত ধর্ণা প্রত্যাহার করে নেওয়া। এমন ধরণের ধর্ণা যেখানে হচ্ছে সেখানেও তা প্রত্যাহার করা উচিত।'

করোনার বিপদ সম্পর্কে সকলকে অবগত করে শাহনাওয়াজ আরও বলেন, 'দেশ এবং দুনিয়ার উপর বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে করোনাভাইরাস। করোনা রোধে বিশ্বের প্রতিটি দেশ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। করোনা রোধে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতও।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনায় এখনও পর্যন্ত ১২৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ইতিমধ্যেই করোনাকে বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একাধিক রাজ্যে জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এমন মন্তব্য করেছেন শাহনাওয়াজ হুসেন।

করোনা রোধে সচেতনতামূলক অভিযান চালাবে বিজেপি : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে করোনাভাইরাস প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি জমায়েত এড়াতে দলের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি রদ করে জন সচেতনতায় কাজে মনোনিবেশ করার আহ্বান করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার সংসদ ভবনে আয়োজিত সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য অভিযান চালানো হবে। করোনা রোধ এবং সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে জনগণকে অবগত করাতে হবে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বৈঠকের পর জানিয়েছেন, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দরে মোতায়েনরত চিকিৎসক, নার্সদের প্রশংসা করেছেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম এবং সংবাদপত্রগুলিরও প্রশংসা করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনায় এখনও পর্যন্ত ১২৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ইতিমধ্যেই করোনাকে বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একাধিক রাজ্যে জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

লাদেশে করোনায় সংক্রমিত আরও দু'জন, আক্রান্ত বেড়ে ১০

ঢাকা, ১৭ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও দু'জনঊ ফলে বাংলাদেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ১০ জনঊ মঙ্গলবার রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর) জানিয়েছে, বাংলাদেশে নতুন করে আরও দু'জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছেঊ দু'জনই পুরুষঊ এর আগে সোমবার আক্রান্ত হয়েছিলেন দু'টি শিশু ও একজন মহিলা।

আইইডিসিআর-এর ডিরেক্টর ডা: মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে নতুন করে দু'জন সংক্রমিত হওয়ার পর, আক্রান্তের সংখ্যা এখন ১০ঊ তাঁদের মধ্যে ৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেনঊ নতুন দু'জনের মধ্যে একজন ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন, অন্যজন আমেরিকা থেকে ফিরেছেনঊ দু'জনকেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

এবার মিষ্টিতেও বাংলার গর্ব মমতা

হুগলী, ১৭ মার্চ (হি. স.) : গত ২ মার্চ বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলার গর্ব মমতা কর্মসুচি প্রকাশ করেন।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তৃনমুল কর্মীদের জন্য এই কর্মসুচি বেঁধে দেওয়া হয়।এবার সেই কর্মসুচির সঙ্গে যোগ হল মিষ্টির তৈরী বাংলায় গর্ব মমতা। হুগলীর শ্রীরামপুর বটতলার একটি মিষ্টির দোকানে বাংলার গর্ব মমতা মিষ্টি তৈরি

করা হয়েছে।শ্রীরামপুরের তৃণমুল কর্মীরা এই মিষ্টির অর্ডার দেয়।একবারে খিরের তৈরী এই মিষ্টিতে মজেছে জেলার তৃণমুল কর্মীরা। শুধু শ্রীরামপুরের নয় ব্যান্ডেল, বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্ডার অনুযায়ী এই মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে।দোকানের মালিক সুশান্ত কর্মকার জানান বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয় নিয়ে মিষ্টি তৈরী করে থাকি।এবারেও কিছু তৃণমুল নেতৃত্ব আমাকে এই বাংলার গর্ব মমতা নামে মিষ্টি তৈরির দায়িত্ব দেয়, তাই এই মিষ্টি তৈরী করলাম, এতে ভালোই সারা পাচ্ছি। মিষ্টি নিতে আসছে যারা তারাও খুব খুশি।এদিকে দোকানে এই বিশেষ মিষ্টি নিতে আসা এক তৃণমুল কর্মী জানান খুব কাজে লাগছে এই মিষ্টি, একটু অভিনব চিন্তা, যখনই কোনো সম্মেলন হচ্ছে এই মিষ্টিটাকে সামনে রাখছি। দারুন প্রশংসা পাচ্ছি। এই মিষ্টি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, সারা পাচ্ছি ভালো।

করোনাভাইরাস-আতঙ্ক! কোয়ারান্টাইনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস আতঙ্কে এবার সেলফ কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা ভি মুরলীধরণঊ কেরলের ত্রিবান্দ্রমে সেলফ কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন বিদেশ ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণঊ গত ১৪ মার্চ কেরলের ত্রিবান্দ্রমে মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণঊ ওই বৈঠকে যোগ দেওয়া একজন চিকিতক, যিনি স্পেন থেকে ফিরেছিলেন, তাঁর শরীরে গত ১৫ মার্চ কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস পাওয়া গিয়েছেঊ তাই সেলফ কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণঊ চিকিতকরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন।

করোনা আতঙ্কের জেরে বীরভূমে বসন্ত উৎসবের পর এবার বাতিল পাথরচাপুরি মেলা

বীরভূম, ১৭ মার্চ(হি. স.) : করোনা আতঙ্কের জেরে আগেই বন্ধ হয়েছিল শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব। এবার এই আতঙ্ক আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করায় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবার বীরভূমের পাথর চাপরী দাতা সাহেবের মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল বীরভূম জেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সিউড়ি প্রশাসনিক ভবনে মেলা কমিটির সঙ্গে জেলা প্রশাসনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে পাথরচাপুরি মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য করোনা আক্রমণ প্রতিহত করে মেলা করা সম্ভব নয় বলে একপ্রকার মতামত জানায় সব পক্ষ। তারপরই বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফে এদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয় পাথরচাপরি মেলা এবছর বন্ধ রাখা হবে।

প্রসঙ্গত বীরভূমের পাথরচাপরি কে দাতা সাহেবের মাজার কি উদ্দেশ্য করে বহু প্রাচীন কাল থেকে একটি মেলার আয়োজন করা হয় সরকারি ভাবে। এই মেলাকে উদ্যোগ নিয়ে করার জন্য সরকারিভাবে একটি মেলা কমিটি গঠন করা হয়। যে মেলা কমিটি এই মেলার বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করা এবং মেলা আয়োজন করে থাকে। গত কিছুদিন আগে পাথরচাপরি মেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায় মেলার জন্য বিভিন্ন দোকান পসরা নিয়ে ইতিমধ্যেই দোকানদাররা সেখানে হাজির হতে শুরু করেছিলেন।

জেলা প্রশাসনের এদিনের সিদ্ধান্তে মেলায় আগত দর্শনার্থীরা কিছুটা হতাশ হলেও করোনা ভাইরাস কে প্রতিহত করতে জেলা প্রশাসনকে এখানো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। উল্লেখ্য এবছর প্রথম করোনা আতঙ্কের জেরে বীরভূমের শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত বসন্ত উৎসব কেউ বাতিল করে দেওয়া হয়। এই দুটি জায়গায় বিপুল পরিমাণ জনসমাগম কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই জেলা তথা রাজ্য প্রশাসনের তরফে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এদিনের বৈঠক শেষে বীরভূমের জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা জানিয়ে দেন, করোনা আতঙ্কের জেরে এবছর বন্ধ রাখা হলো পাথরচাপুরি মেলা।

শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী তে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি স)। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন সম্বলিত থিম সং তৈরি হল মঙ্গলবার। কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের ব্যবস্থাপনায় এই সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন একঝাঁক নবীন শিল্পী।

থিম সংটি করেছেন রূপঙ্কর বাগচী, অনুপম, জোজো, ইমন চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, আকাশ সেন প্রমুখ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উপলক্ষে এ দিন নানা অনুষ্ঠান হয় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে।

কলকাতায় আজ সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট রাজনৈতিক এবং চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চমৎকার অনুভূতি প্রকাশ করেন। উপ হাইকমিশনে এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-কমিশনার তৌফিক হাসান। এর পর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান যথাক্রমে কাউন্সিলর মহম্মদ বসিরউদ্দিন, প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, প্রথম সচিব (বানিজ্যিক) মোঃ শামসুল আরিফ এবং দ্বিতীয় সচিব (কাউন্সিলর) শেখ শফিনুল হক। তারপর বঙ্গবন্ধুর আত্মার 'মাগফেরাত' কামনা করে বিশেষ 'মোনাজাত' করা হয়। পরিচালনা করেন এ মিশন মসজিদের ইমাম।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

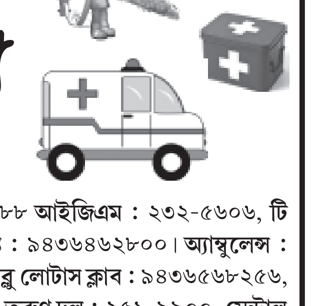

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা : ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুশীলন করতে পারবে না মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের কারনে এবার ক্লাবগুলোর অনুশীলনেও নিষেধাজ্ঞা। কলকাতার দুই নামী ক্লাব মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সরকারি নির্দেশ মতো যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুশীলন গ্রাউন্ডে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুশীলন করতে পারবে না। সেইসঙ্গে নিজেদের মাঠে অনুশীলনের ক্ষেত্রেও থাকছে নিষেধাজ্ঞা।

বুধবার থেকে পুনরায় অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেই পরিকল্পনা বাতিল করেছেন কোচ মারিও। এক সপ্তাহ ছুটির পর অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল মোহনবাগানেরও। সেই পরিকল্পনাও বাতিল করতে হয়েছে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন সবুজ-মেরুনকে।

দুই প্রধানের অনুশীলনে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় পুনরায় আই লিগ শুরু হওয়াও এখন বিশ বাঁও জলে। রিজার্ভ দল তৈরির জন্য ট্রায়াল চলছিল ইস্টবেঙ্গল মাঠে। সেই ট্রায়ালও আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান

হুগলী, ১৭ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ হরিপাল থানার হরিপাল স্টেশন সংলগ্ন মাছের আরত এর পাশে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে ১০ থেকে ১২ টি দোকান ভস্মীভূত হয়। এলাকা এবং পুলিশ সূত্রে দাবি ওই এলাকা উপর দিয়ে হাই ভোল্টেজের তার গেছে সেই হাইভোল্টেজ তারে দুইটি কাগজ শর্ট সার্কিটে আগুন জলে পড়ে যাওয়ায় নিচে থাকা দোকানে চালে পড়ে মুহুর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায় এলাকার বিভিন্ন দোকানে।

এলাকাবাসী প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ,পরে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তারকেশ্বর থেকে দুইটি ফায়ার ব্রিগেটের এর ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে।এলাকার ব্যবসায়ীদের দাবি এই ঘটনায় আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে গেল তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। ঘটনাস্থলে ফায়ার বিগেট ছাড়াও হরিপাল থানার পুলিশ পৌঁছায়। ক্ষতির ফলে এলাকায় ব্যবসায়ী মহলে শোকের ছায়া।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান ঊ ইংল্যান্ড ফেরত এক যুবকের করোনা টেস্ট পজিটিভ আসে ঊ ওই যুবককে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঊ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ওই যুবকের বাবা, মা ও গাড়ির চালককে ঊ

জানা গেছে ওই যুবক ইংল্যান্ডে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ছিলেন ঊ সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের একাধিক ব্যক্তি করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ঊ এর আগে তাঁকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল ঊ রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই তাঁকে আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয

করোনাভাইরাস : ঝাড়গ্রামে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করছে পুরসভাব

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মার্চ (হি.স.): স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম পুর সভার পক্ষ থেকে করোনাভাইরাস নিয়ে সচেতন করছে সাধারন মানুষজনকে। সাধারন মানুষজন যাতে বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য দফতর থেকে পাওয়া আড়াই হাজার পোস্টার লাগানোর কাজ শুরু করেছে। এছাড়াই পুর সভার স্বাস্থ্য কর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলে সচেতন করছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, কয়েক দিন আগে থেকেই ঝাড়খন্ড ও ওডিশা সীমান্তবর্তী এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ঝাড়গ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা বিরষাচক, চুটিয়াবুদরী, চিঁচড়া, ধড়সা, রঘুনাথপুর, হাতিবাড়ী, পন্ডাছেঁচা, ধুমসাই এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতর। তার পাশাপাশি এবার পুর সভার পক্ষ থেকেও সচেতন করেছে পুর সভার স্বাস্থ্য কর্মীরা। দুদিন তিন দিন ধরে যদি কারও সর্দি, কাশি, জ্বর হচ্ছে তাঁকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক তথা পুরসভার প্রশাসক সুবর্ণ রায় বলেন, 'অযথা বিভ্রান্ত হবেন না। কি করবেন আর কি করবেন না তা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি বোঝাচ্ছেন মানুষজনকে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যদফতর থেকে পাওয়া আড়াই হাজার পোস্টারের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার পোষ্টার লাগানো হয়েছে। আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সচেতন করা হবে।'

এদিকে সারা বিশ্ব জুড়ে মহামারীর আকার নিয়েছে করনো ভাইরাস। তবে ঝাড়গ্রাম জেলার করোনা গ্রাস করতে না পারলেও, আতঙ্ক গ্রাস করেছে জেলার মানুষজনদের। আর এই মানুষের দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে অষুধের দোকানের মালিকেরা। যার ফলে মাস্ক কিনতে এসে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে সাধারন মানুষজনেরা। বেশির মানুষ দোকানে এসে মাস্ক কিংবা হ্যান্ড গ্লাবস বা হ্যান্ড সেনিটাইজার কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

করোনা আতঙ্কের মাঝেই শিয়ালদহের ডেন্টাল কলেজে অমিল মাস্ক-স্যানিটাইজার

কলকাতা,১৭ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্কের জেরে জেরবার শহরবাসী ঊ আর করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ঊ এরই মাঝে খোদ হাসপাতালেই অমিল মাস্ক-স্যানিটাইজার ঊ এবার এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন শিয়ালদহের আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসক, কর্মীরা ঊ

অভিযোগ উঠেছে , হাসপাতাল থেকে কার্যত উধাও এন-৯৫ মাস্ক ঊ তলানিতে এসে ঠেকেছে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্কের জোগানও। মিলছে না যথাযথ স্যানিটাইজারও ঊ করোনা আতঙ্কে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ঘোষণা করা হয়েছে ঊ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে মাস্ক-স্যানিটাইজার অমিলের অভিযোগ উঠেছে ঊ এই অভিযোগ মানতে নারাজ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ

ভাড়া বাড়াল রেল

পাচের পাতার পর

এর মধ্যে ২৫০টি স্টেশনের বাড়ানো হয়েছে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম। পশ্চিম রেলওয়ের দেখাদেখি সেন্ট্রাল রেলওয়েরও প্ল্যাটফর্ম টিকিটিতের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের কার্যকারী নির্দেশক রাজেশ দত্ত বাজপেয়ী জানিয়েছেন, স্টেশনে ভিড় এড়ানোর জন্য প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্যবৃদ্ধির এক্তিয়ার রয়েছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের। ভিড় কমানোর জন্য এটি বড় পদক্ষেপ।

বধূহত্যায় অভিযুক্ত

তিনের পাতার পর

হেফাজতে থাকার সময় সোমবার সকালে জ্বর সহ বিভিন্ন শারীরিক উপস্বর্গ দেখা দিলে জেল কর্তৃপক্ষ ঝাড়গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পাঠায় বলে জানা গিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে।

ঝাড়গ্রাম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধ্যা এদিন বলেন, ' বৃহত্তর স্বার্থে ওই ব্যক্তিকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। উনি ভাল আছেন। পাশাপাশি সিআরপিএফের জওয়ানও ভাল রয়েছে বলে জানান। উল্লেখ্য এনিয়ে ঝাড়্গাম জেলায় দুজন করোনা আক্রান্ত সন্দেহে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের আইসোলেশন ওযার্ডে ভর্তি রয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে মহাকরণ থেকে হেটে নিজ বাস ভবনে জান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যসভায় বাতিল দিনেশ বাজাজের মনোনয়ন

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যসভায় বাতিল তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দিনেশ বাজাজের মনোনয়ন ঊ স্ক্রুটিনিতে রাজ্যসভার ভোটের জন্য তাঁর জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় মঙ্গলবার তা বাতিল ঘোষণা করেন বিধানসভা সচিব তথা রিটার্নিং অফিসার । এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসভায় আর ভোটাভুটির প্রয়োজন রইল না।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পদস্থ আধিকারীকরা ওই শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার বিরোধী আন্দোলন হতেই পারে। কিন্তু, রাজ্য সরকার ১০৩২৩ শিক্ষকদের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এদিন তিনি পূর্বতন সরকারকে একহাত নিয়ে বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হিটলারি মনোভাবের কারণেই ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ পথে বসেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের জন্যই ওই শিক্ষকরা বিপন্ন হয়েছেন। এখন তাঁদের জন্য মায়াকান্না করছেন।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পর্যটন নিবাস নির্মান করা , শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা, সংখ্যালগু অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি স্তরে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করা ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য লাটীয়াপুরাতে একটি ওয়ারাট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করা। শহরের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের একটি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের শাখা চালু করা। স্মারকলিপি প্রদান শেষে উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সংবাদ মাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ব্যানার্জীকে তাদের নেশামুক্ত কেন্দ্রে পরিবারের লোকজনরা ভর্তি করান। তার পেট খারাপ তথা পাতলা পায়খানা থাকায় চিকিৎসকও দেখানো হয়েছে। সে অনুযায়ী ওষুধপত্র চলছিল। মঙ্গলবার ভোর রাতে প্রাকৃতিক কার্য করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরে অজয়। তখনই তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বলে জানান তারা। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে নেশামুক্ত কেন্দ্রটিতে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও এখানে কোন পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণেই বিনা চিকিৎসায় অজয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এজন্য নেশামুক্ত কেন্দ্রটিকেই দায়ী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নেশামুক্ত কেন্দ্রে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তানিয়ে জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর

● প্রথম পাতার পর

সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা বলেন, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আজ জন্ম শতবর্ষ আমরা উদযাপন করছি। বাংলাদেশ সহকারী হয় কমিশনের সকল কর্মকর্তা আজ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর কথায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণমুক্ত, বঞ্চনা, নিপীড়ন, শ্রেণী বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যকে আজ আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছি।

অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

এদিন বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ ঘটে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে বৈদ্যুতিন সর্ট সার্কিটের কারণে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, বাড়িত ভেতরে ফার্নিচর তৈরীর বিভিন্ন সামগ্রীতে আগুন লাগে। মুহুর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। গোটা বাড়ি কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

মঙ্গলবার সকালে উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন থানাধীন জামজুরী রাধানগর এলাকায় নবী মিঞার বাড়িতে খড়ের মধ্যে আগুন দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করলে ছুটে আসে এলাকার লোকজন। খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোর পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।

সেখান থেকে একটি গাড়ি ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে না আনতে পেরে কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তর থেকে আরেকটি গাড়ি ছুটে এলে আগুন আয়ত্তে আনে। অপরদিকে বাড়ির মালিক নবী মিঞা জানান উনার কারোর সঙ্গে মলোমানিল্য নেই। ধারনা কড়া হচ্ছে এলাকার ছোট বাচ্চারা হয়তবা খরের মুড়লে আগুন লাগানোর কাজে যুক্ত থাকলেও থাকতে পারে। এই খরের মুড়লে প্রায় দুই কানি জমিনের খর ছিল বলে জানান বাড়ির মালিক। তবে আপাতত রক্ষা পেয়েছে এলাকার বসত বাড়িঘর।

জবাব দিল ভারত

আটের পাতার পর

এবং মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ।

সাংবাদিক নিগৃহীত, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী ইউনিয়নের

আগরতলা, ১৭ মার্চ।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল আজ মোহনপুর এলাকা সফর করেন। চিত্র সাংবাদিক জাকির হোসেনের উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। এছাড়া মোহনপুরের স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথেও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় থানায় গিয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। স্থানীয় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান ও চিত্র সাংবাদিক জাকির হোসেনের উপর হামলার সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের তরফ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

১০৩২৩ ঃ আন্দোলনের সমর্থনে এসইউসিআই

আগরতলা, ১৭ মার্চ।। অল ত্রিপুরা সরকারি ১০৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন গত ১৪ মার্চ থেকে তাঁদের চাকুরিতে বহাল রাখার দাবিতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গণঅবস্থান করছি। ৩১ মার্চের পর তাদের চাকুরী থাকবে না। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশী সময় চাকুরী করার পর এই চাকুরিচ্যুতি মর্মান্তিক এবং তাদের পরিবার পরিজন সহ সকলকে গভীর সংকটে ফেলবে বলে মনে করছে এসইউসিআই।

এসইউসিআই এর তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরীতে বহাল রাখার দাবি ন্যায় সঙ্গত। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকার নির্বাচনের পূর্বে এই শিক্ষকদের বিকল্প চাকুরী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কাজেই রাজ্য সরকারকে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই হবে। কিন্তু, সরকার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার পরিবর্তে ভোর রাতে এই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন পুলিশ দিয়ে জোর করে ভেঙ্গে দেয় এবং তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এসইউসিআই (সি) দল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এহেন আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সেই সাথে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করতে দাবী জানিয়েছেন।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কথায়, শিক্ষকদের গণ-অবস্থান মঞ্চও ভেঙে ফেলা হবে। সদর ডিসিএম-এর অনুমতিতে ওই গণ-অবস্থান মঞ্চ ভাঙবে পুলিশ। এদিন তিনি জানান, প্রায় ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সহকর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন অ্যাডহক শিক্ষক সংগঠনের অন্য সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা বলেন, বলপূর্বক শিক্ষকদের গ্রেফতার করে আন্দোলন থামাতে পারবে না রাজ্য সরকার। তাঁর কটাক্ষ, করোনা ভাইরাসের অজুহাতে অ্যাডহক শিক্ষকদের আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার জন্যই সরকারের এই কৌশলি চাল। কিন্তু, কৌশল করে আন্দোলন থামানো যায় না। এখন আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে নামব, সুর চড়িয়ে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।

শিক্ষক সংগঠনের অপর এক সদস্য বিজয় কৃষ্ণ বলেন, উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে শিক্ষকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই, আমরা আজ আইন অমান্য আন্দোলনে নামছি। তাঁর অভিযোগ, করোনা ভাইরাসের অজুহাতে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে দুরভিসন্ধি রয়েছে। শুধুমাত্র শিক্ষকদের আন্দোলন রোখার জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। তাঁর দাবি, গ্রেফতার শিক্ষকদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। তা না-হলে থানা ঘেরাও করব আমরা।

এদিন অ্যাডহক শিক্ষকরা পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও করেন। সহকর্মীদের মুক্তির দাবিতে তাঁরা থানা চত্বরে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। শুধু তা-ই নয়, খালি থালা হাতেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন তাঁরা। তাঁদের সাফ কথা, চাকরির সুনিশ্চয়তা দেওয়া না হলে আন্দোলন থামবে না।

এদিকে, অ্যাডহক শিক্ষকদের থানা ঘেরাওয়ের ফলে পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয়। পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ থানা ঘেরাওয়ের পর আন্দোলন প্রত্যাহারের শর্তে পুলিশ গ্রেফতার শিক্ষকদের মুক্তি দেয়। তবে, আলোচনাক্রমে খুব শীঘ্রই আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা, জানালেন বিমল সাহা।

অন্যদিকে আজ থানা ঘেরাও চলাকালীন প্রচণ্ড গরমে কয়েকজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের জিবি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে, প্যারাডাইস চৌমুহনিতে অ্যাডহক শিক্ষকদের অপর সংগঠনকে গণ-অবস্থান করতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা কিছুক্ষণ ভাষণ দেয়ার পর পুলিশ তাদেরকেও গ্রেপ্তার করে। তাদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়েছে। এদিন মোট ৮২৪ জন এডহক শিক্ষক আন্দোলনকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে, সমস্যা এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।

দলেনেতা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, আমরা বরাবরই বলছি ১০৩২৩ শিক্ষকদের কাউকেই ভেসে যেতে দেব না। সেজন্যই শিক্ষা ও আইন দফতরের পদস্থ এবং অভিজ্ঞ আধিকারিকদের আলোচনার মাধ্যমে ১৩০০০ পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ওই পদে এডহক শিক্ষকরা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। তাতে, অনেকেই ওই পদে চাকুরী পেতেন। আজকের ঘটনার প্রয়োজন হতো না, আক্ষেপের সুরে বলেন বিরোধী দলনেতা।

এদিন মানিক সরকার আইজিএম হাসপাতালে গিয়ে এডহক শিক্ষকদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। আইজিএম হাসপাতাল সুপার এবং চিকিৎসকদের সাথেও কথা বলেন। প্রয়োজনে বিলম্ব না করে উন্নত চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন তিনি। তার সাথে ছিলেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সহিদ চৌধুরী, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক সুধন দাস প্রমুখ। এদিকে, প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত এবং প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় আজ হাসপাতালে গিয়ে এডহক শিক্ষকদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁরা দুজনেই ত্রিপুরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ত্রিপুরা ফুটবল দল শীঘ্রই পাবে ইউরোপিয়ান কোচ, পরিকাঠামো উন্নয়নে ২২৮ কোটি টাকার প্রস্তাব গেছে : ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরা ফুটবল দল শীঘ্রই ইউরোপিয়ান কোচ পেতে চলেছে। জাতীয় স্তরে রাজ্যের পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দল যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। তাই, আরও ভালো খেলতে পারার জন্যই ভালো কোচের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব এ-কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার ফুটবলারদের আন্তর্জাতিকমানের গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি আমরা। সেক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে ২২৮ কোটি টাকার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের প্রতিভার ঘাটতি নেই। অভাব শুধুই সুযোগের। সেই সুযোগ ত্রিপুরা সরকার তাদের জন্য বন্দোবস্ত করবে। তাঁর মতে, ইউরোপিয়ান কোচ ত্রিপুরার ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। তাই, খুব শীঘ্রই ত্রিপুরার ফুটবল দলের জন্য ওই ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় একটি ফুটবল মাঠ এবং দুইটি টেনিস কোর্ট সিনথেটিক কোটিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, খেলার সময় আমাদের রাজ্যের খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মানের অনুভূতি দিতে চাইছি। সেজন্যই ফুটবল মাঠ এবং টেনিস কোর্ট আন্তর্জাতিক মানের বিষয়টি মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে বাধারঘাট ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং সুইমিং পুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার ১৭৮ কোটি টাকার প্রস্তাব রেখেছে। এছাড়া, এডিসি এলাকায় আরও ৪টি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নে পৃথকভাবে ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় উৎকৃষ্ট ক্রীড়া পরিবেশের জন্য সারা রাজ্যে কোচিং সেন্টার শুরু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০৬টি কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। খুবই অল্প সময়ের এই সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পিছিয়ে গেল ইউরো-২০২০

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে একের পর এক ফুটবল লিগগুলো স্থগিত হয়ে যাওয়ায় শঙ্কা জেগেছিল আগেই। এবার সেটি সত্যি হলো। আগামী জুন-জুলাইয়ে হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।ইউরোপীয় ফুটবলের জরুরি সভার পর বিভিন্ন দেশ টুইট করে টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানায়। পরে উয়েফা ইউরো পিছিয়ে দেওয়ার খবর নিশ্চিত করে।করোনাভাইরাসের আতঙ্কে বিশ্বের প্রায় সব খেলাধুলা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে একে একে স্থগিত করা হয় ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ। মূলত তখনই ইউরোর মাঠে গড়ানো নিয়ে শঙ্কা জাগে।সমস্যা সমাধানে ৫৫ সদস্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনায় বসে উয়েফা। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।আগের সূচি অনুযায়ী এ বছরের জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল এবারের আসর। নতুন সূচি অনুযায়ী তা আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১১ জুলাইয়ে আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উয়েফার অন্য টুর্নামেন্টের সূচি পরবর্তীতে ঘোষণা করবে ইউরোপের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।ইউরো এক বছরের জন্য পিছিয়ে যাওয়ায় স্থগিত হয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান লিগগুলোর আসর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা জেগেছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি হলে প্রতিযোগিতাগুলো এখন তা পুষিয়ে নেওয়ার সময় ও সুযোগ পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস: ভালেন্সিয়ার খেলোয়াড়-স্টাফদের ৩৫ শতাংশ আক্রান্ত

স্প্যানিশ ক্লাব ভালেন্সিয়ার এক-তৃতীয়াংশের বেশি খেলোয়াড় ও স্টাফ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাদের মাঝে এখনও কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি এবং অন্যদের থেকে তারা আলাদা আছে বলে জানানো হয়েছে।

গত রোববার আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার এসেকিয়েল গারায়সহ তাদের পাঁচ খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানায় ভালেন্সিয়া। এবার ক্লাবের ৩৫ শতাংশ খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে কভিড-১৯ ভাইরাসের জীবাণু সংক্রমণের খবর দেয় লা লিগার দলটি।

ইউরোপে ইতালির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দেশ স্পেন। বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ৮০ হাজার, মারা গেছে ৭ হাজারের বেশি মানুষ।

এদিকে, ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লামেঙ্গোর কোচ জর্জে জেসুসের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে।

মহামারী রূপ নেওয়া এই রোগের প্রভাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে খেলোধুলা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন স্প্যানিশ ফুটবল কোচ ফ্রান্সিসকো গার্সিয়া

প্যারিস, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারলেন স্প্যানিশ ফুটবল কোচ ফ্রান্সিসকো গার্সিয়া। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল থেকে মালাগা ভিত্তিক ফুটবল ক্লাব অ্যাতলেটিকো পোর্তাদা আল্টার জুনিয়র দলের কোচ ফ্রান্সিসকো গার্সিয়ার (২১)। কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার পাশাপাশি লিউকোমিয়ায়ও আক্রান্ত ছিলেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তরুণ কোচের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি। নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুকে গার্সিয়ার ছবি পোস্ট করে স্প্যানিশ ভাষায় শোক জ্ঞাপন করেছে পোর্তাদা আল্টা।

শরীরে করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর গার্সিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বয়স কম হওয়ায় তার দ্রুত সুস্থ হওয়ার কথায় ভেবেছিল সবাই। কিন্তু হাসপাতালে আনার পর জানা যায়, তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার পাশাপাশি লিউকোমিয়ায়ও আক্রান্ত। এরপর চিকিৎসকদের চেষ্টা সত্বেও জীবন যুদ্ধে হার মনেন গার্সিয়া।ক্রমশ ভয়াল আকার নিচ্ছে করোনা। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইতালির পর স্পেনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যে স্পেনে প্রায় ৩০০ জন লোক প্রাণ হারিয়েছেন। বার্সেলোনা থেকে মাদ্রিদ সমস্ত শহরে স্পোর্টস ইভেন্ট বাতিল করা হয়েছে। 'লক ডাউন' ঘোষণা করেছে সরকার। বন্ধ যাতায়াত। পরিস্থিতি যখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, তখনই তরুণ এই ফুটবল কোচের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফাও।

আবারও বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে আর্চার

আবারও বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়েছেন জফ্রা আর্চার। কিছু দিন আগে খেলার পর মাঠে শুনেছিলেন বর্ণবাদী মন্তব্য। চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার লড়াইয়ে থাকা এই পেসার এবার পেয়েছেন বর্ণবাদী বার্তা।

এমন কিছু বার্তার স্ক্রিনশট সোমবার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ করেন আর্চার। ২৪ বছর বসয়ী গতিময় এই পেসার মনে করেন, এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

"আমি বুঝি না, মানুষ কীভাবে আরেক জন মানুষকে এগুলো বলে। এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অনেক ভেবেছি। আশা করি, অন্য কাউকে নিয়মিতভাবে এমন কিছু আর সামলাতে হবে না। এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমার মতে, এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।"

করোনা আতঙ্কে অলিম্পিকের প্রস্তুতি বন্ধের নির্দেশ সাইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাস রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে টোকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতি বন্ধ করে দিল স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)। সাইয়ের তরফে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবকটি জাতীয় শিবির বন্ধ থাকবে। এদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন, ন্যাশনাল সেন্টার ফর এক্সিলেন্সে প্রশিক্ষণ পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত রদ করে দেওয়া হয়েছে। টোকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে অ্যাথেলেটিক্স বাদে অন্যান্য ক্রীড়া বিভাগের প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খেলোয়াড়রা যাতে কারও সঙ্গে করমর্দন না করে এবং জনবহুল এলাকা এড়িয়ে চলে সেটা দেখা উচিত ক্রীড়া সংগঠনগুলির।

এদিন নিজের ট্যুইটবার্তায় কিরেণ রিজিজু লিখেছেন, খেলোয়াড়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অস্থায়ী ভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তরুণ খেলোয়াড়দের এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী নির্দেশিকা জারি করা হবে।

করোনা আতঙ্কে স্থগিত হল পাকিস্তান সুপার লিগ

ইসলামাবাদ, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে স্থগিত হল পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। করোনা আতঙ্কের মাঝেই এতদিন পিএসলের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো হয়ে আসছিল। যদিও ম্যাচগুলোর গ্যালারি ছিল ফাঁকা। কিন্তু বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্কে যেভাবে একের পর এক টুর্নামেন্ট বাতিল ঘোষণা হচ্ছে তাতে ঝুঁকি নিতে চায়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শেষ পর্যন্ত দুটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল বাকি থাকতেই মঙ্গলবার পিএসল স্থগিত ঘোষণা করল পিসিবি।

আগামী ১৭ ও ১৮ মার্চ লাহোরে শেষচারের দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রথম সেমিফাইনালে মুলতান সুলতান ও পেশোয়ার জালমির মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। যেখানে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে করাচি কিংস ও লাহোর কালান্দার্স মাঠে নামতো। পিসিবি এক ঘোষণার মাধ্যমে টুর্নামেন্টটি আপাতত স্থগিত করে। আর পরবর্তীতে এই আসরের বাকি অংশের সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানায় পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ এই সংস্থা।

উল্লেখ্য, এর আগে করোনা ভয়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলের পাকিস্তান সফরও স্থগিত করা হয়।

করোনা : দক্ষিণ আফ্রিকায় ৬০ দিনের জন্য বন্ধ সবধরনের ক্রিকেট

প্রিটোরিয়া, ১৭ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের আতঙ্কে পেশাদার ও অপেশাদার সব ধরনের ক্রিকেট আগামী ৬০ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। করোনা ফলে দেশটিতে শুধু ক্রিকেটই নয় প্রিমিয়ার সকার লিগ, সুপার রাগবি ও দুটি ম্যারাথনও স্থগিত হল।

এমন নিষেধাজ্ঞার ফলে এই সপ্তাহে হতে যাওয়া দেশের দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ওয়ানডে কাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল আপাতত আর মাঠে গড়ালো না। এছাড়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ দুই রাউন্ডও বাদ পড়ল।

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাস আতঙ্কে দেশে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা দেশবাসীকে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে ভ্রমণের ওপর নিষেধ করেছেন। এছাড়া এক জায়গায় ১০০ জনের বেশি জমায়েত না হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে দেশটিতে শুধু ক্রিকেটই নয় প্রিমিয়ার সকার লিগ, সুপার রাগবি ও দুটি ম্যারাথনও স্থগিত হল।

করোনাভাইরাস: জ্বর ও কাশি নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় হেলস

জ্বর ও কাশি হওয়ায় নিজেকে স্বেচ্ছা-আইসোলেশনে রেখেছেন অ্যালেক্স হেলস। করোনাভাইরাসের পরীক্ষা করাবেন বলেও জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান।

সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার মাঝপথে দেশে ফেরেন হেলস। মঙ্গলবার পিএসএল স্থগিত হয়ে গেছে। এদিন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান নির্বাহী লাহোরে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, একজন বিদেশি ক্রিকেটারের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে ওই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেননি তিনি।

তবে রমিজ রাজার সৌজন্যে নাম আর গোপন থাকেনি। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান, সম্ভবত হেলসের মধ্যে করোনাভাইরাসের লক্ষণ দেখা গেছে এবং তার পরীক্ষা করানো হবে। এমনকি পিএসএলে কাজ করা ধারাভাষ্যকার ও টিভি ক্রুদেরও পরীক্ষা করানো হবে বলে জানান রমিজ।

রমিজের কথার সূত্র ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে হেলসের নাম। পরে টুইটারে এক বিবৃতিতে নিজের সবশেষ অবস্থা তুলে ধরেছেন এই ব্যাটসম্যান।

"ক্রিকেট বিশ্ব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা জল্পনা-কল্পনা এবং গুজব যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে আমার অবস্থার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের বিস্তারে অন্যান্য বিদেশি খেলোয়াড়ের মতো আমিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তান সুপার লিগ ছেড়ে আগেভাগে চলে এসেছি। বাড়ি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবরুদ্ধ থাকার চেয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে।"

"পুরোপুরি ফিট ও সুস্থ এবং ভাইরাসের কোনো লক্ষণ ছাড়াই আমি শনিবার সকালে যুক্তরাজ্যে ফিরে এসেছি। তবে রোববার ভোরে ঘুম থেকে উঠে জ্বর অনুভব করি এবং সরকারের পরামর্শ মেনে স্বেচ্ছা আইসোলেশনে আছি। এখনও আমার শুষ্ক ও টানা কাশি হচ্ছে।"

"এই পর্যায়ে এখনও এটির পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তবে আশা করছি আজকেই (মঙ্গলবার) পরে এটি হতে পারে, যাতে করে আমার স্বাস্থ্যের এখনকার অবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি।"

পেছাল কোপা আমেরিকাও

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর ধারাবাহিকতায় এবার পিছিয়ে গেল কোপা আমেরিকা-২০২০। আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ায় ১২ দলের অংশগ্রহণে আগামী ১২ জুন থেকে ১২ জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল লাতিন আমেরিকা ফুটবলের সর্বোচ্চ এই প্রতিযোগিতা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মঙ্গলবার নিজেদের ওয়েবসাইটে আসরটি এক বছর পিছিয়ে নেওয়ার খবরটি নিশ্চিত করে মহাদেশটির শীর্ষ ফুটবল সংস্থা কনমেবল।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে টুর্নামেন্টটি পেছানোর কথা জানান কনমেবল সভাপতি আলেহান্দ্রো দমিনগেস। নতুন সূচিতে আগামী বছর ১১ জুন প্রতিযোগিতাটি শুরু হবে বলেও জানান তিনি, চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত।

"এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। তবে সবসময় আমাদের খেলোয়াড় ও দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল পরিবারের সব সদস্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি যে ২০২১ সালে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

কোপা আমেরিকা ফুটবল ক্যালেন্ডারের অনেক বড় একটা ইভেন্ট। এই প্রতিযোগিতায় লিওনেল মেসি, নেইমার, সের্হিও আগুয়েরো, লুইস সুয়ারেস, হামেস রদ্রিগেসদের মতো তারকাদের অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tender from the interested lawful reputed Firms/Agencies/ Co-operatives having experience for supply of best quality materials for the ensuing General Election to the District Council, 2020. List of materials, details terms & condition and other eligibility criteria may be collected from the office of the Directorate of Tribal Welfare on or before 5.00 PM up to 20th March, 2020. The last date of submission of quotations is 21st March, 2020 up to 3.00 PM. Bid with necessary document shall be dropped in the Tender Box to be kept in the chamber of the Addl. Director of Tribal Welfare, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura on or before 3.00 PM of 21st March, 2020. Thereafter, no quotation will be received. For details about terms and condition and list of materials please visit the website (www.twdtripura.in)

Sd/- Director, Tribal Welfare Government of Tripura P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

ICA/C-2894/2019-20

NOTICE FOR WALK–IN- INTERVIEW

The National Centre for Design and Product Development under Tripura Bamboo Mission, Agartala requires the services of the manpower at various levels having experience in Bamboo sector, and to work under Tripura Bamboo Mission, Agartala.

The eligibility criteria viz ; Desired Educational Qualification, Work Experience required and number of posts against each are given in the table below. Interested candidates may appear before the selection committee in a walk- in- interview on dated 22nd March at 11.00 am at the office of Mission Director, Tripura Bamboo Mission, Department of Industries & Commerce, Khejurbagan, Agartala along with all relevant Educational & Professional and Experience documents & Certificates in original.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Desired Education qualification	Work experience required
1	Deputy Mission Manager	1	Post graduate in Science preferably Horticulture	More than 20 year's experience of working in State or Central Government project.
2	Programme Executive	1	Post Graduate in any discipline PG in social work preferred along with PGD course in Bamboo Cultivation & Utilization	More than 8 year's experience of working in State or Central Govt. projects preferably in Bamboo sector.
3	Cluster Executive	1	PG in Rural Development	Should have minimum 3 year's experience in Bamboo based livelihood project in Tripura.
3.	Coordinator-Bamboo Plantation	1	Graduate in any discipline	Should have minimum 8 year's experience in Bamboo nursery management and plantation activity.
4.	Coordinator-Bamboo Skill development and value addition	1	PG Diploma in Bamboo	Should have minimum 8 year's experience in Bamboo value addition in state government projects.
3	District Coordinator	4	Graduate in any discipline.	Should have minimum 6 year's experience of working in State or Central Govt. in Bamboo sector
4	Market Promotion officer	1	MBA with specialization in Marketing	Minimum 2 year's experience in marketing or client handling in a corporate or Govt. funded project; Should have experience in marketing of Bamboo products
6	Field Coordinator	6	Madhyamik pass	Should have minimum 4 year's experience of working in Govt. funded project, with sector development experience in Bamboo
7	MIS Coordinator	1	Post Graduate in any stream with Diploma in computer application	Should have minimum 4 year's experience of working in Govt. project with experience of working in MIS system.

Sd/-
Executive Director
NCDPD

NIT NO:e-PT-18/EE/RD/MNU/D/2019-20, dt. 12-03-2020.

The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 02:00 PM 01/04/2020 for procurement (item tender) of 1st class bricks & 1st class straight picket (2 bid system). For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sl no.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Eligibility of bidder
1	2	3	4		
1	DNIT No: e-DT-66/EE/RD/MNU/D/BRICK/2019-2020, dt.10-03-2020.		Rs.50,000.00	356 days	Brick kiln owner/Firm having valid manufacturing unit of brick.

Please note it can be seen and period of downloading of bidding documents from 16-03-2020 at 4.00 PM to 01-04-2020 at 2.00 PM and time & date of opening of technical bid at 15.00 hrs on 02-04-2020 if possible on website haps://tripuratenders.govin.

ICA/C-2883/2019-20

For and on behalf of Governor of Tripura
Er. Binoy
Executive Engineer
RD Manu Division,Dhalai.

রাজ্যপাল সকাশে দিব্যাঙ্গন উন্নয়ন সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। ত্রিপুরার রাজ্যপালের সাথে দেখা করে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরল দিব্যাঙ্গন উন্নয়ন সমিতি। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে সংরক্ষণ এবং অনুদান ও ভাতা বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি পূরণে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ বৈসের সাথে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা দিব্যাঙ্গন উন্নয়ন সমিতির এক প্রতিনিধি দল। ত্রিপুরা দিব্যাঙ্গন উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক হাসিনা বেগমের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা সঞ্জন ভট্টাচার্য সহ আরও দুই সদস্য ছিলেন। রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধি দলটি একটি দাবি সনদও রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরে দিব্যাঙ্গনদের জন্য সংরক্ষিত ১৬১টি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদের বিষয়টি দেখার জন্য তারা দাবি সনদে তুলে ধরেন।

এছাড়াও দিব্যাঙ্গনদের সকল ধরনের অনুদান এবং ভাতা সর্বনিম্ন ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, নরসিংগরস্থিত আই ভি এইচ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে দ্বাদশমানে উন্নীত করা, দিব্যাঙ্গনদের জন্য নগদহীন (ক্যাশলেস) স্বাস্থ্য বিমা চালু করা, সিটি বাস সার্ভিসে দিব্যাঙ্গনদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, যে সকল সমাজকর্মী দিব্যাঙ্গনদের উন্নয়নে নিবেদিত তাদের জন্য বিশেষ বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা এবং নরসিংগড়ের ব্লাইন্ড স্কুলের সঠিক পরিচালনার জন্য আকস্মিক পরিদর্শন করার মতো কর্মসূচি চালু করার বিষয়গুলি দাবি সনদে তুলে ধরা হয়েছে।

আস্থা ভোট : কমল নাথ সরকারকে সুপ্রিম নোটিশ, পরবর্তী শুনানি আজ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): অস্বস্তি বাড়ল কমল নাথ সরকারেরঊ মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসছে কমল নাথ সরকারের উপর মধ্যপ্রদেশে অবিলম্বে আস্থা ভোট চেয়ে, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ পরবর্তী শুনানি হবে বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট।
করোনাভাইরাস আশঙ্কার প্রেক্ষিতে সোমবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তৃতার পরই ২৬ মার্চ পর্যন্ত বিধানসভা অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার।
ফলে সোমবার আস্থা ভোট হয়নি মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায়। এর পরই মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় অবিলম্বে আস্থা ভোট চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-সহ অন্যান্যরা।
মঙ্গলবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়ঊ শুনানি শেষে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ পরবর্তী শুনানি হবে বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে।
কমল নাথ সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, এর প্রেক্ষিতে শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, "মধ্যপ্রদেশের বর্তমান সরকার অবশ্যই পড়ে যাবে। সরকার গঠনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যা রয়েছে।"

আগরতলায় প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সদর বিভাগীয় কমিটি এবং শ্রম দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলায় এক প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক শিবিরে লেবার রেজিস্ট্রেশন এবং রিন্যুয়াল এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া যেসব দোকানির টার্নওভার দেড় কোটি টাকার উপর তাদের দোকানের শ্রমিকদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কান্তিলাল দেব এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

কর্ণাটকে করোনায় আক্রান্ত আরও দু''জন, সংক্রমিত বেড়ে ১০

বেঙ্গালুরু, ১৭ মার্চ (হি.স.): ভারতে হু হু করে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক মহারাষ্ট্রে। সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকেও। কর্ণাটকে আরও দু''জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। শুধুমাত্র কর্ণাটকেই মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১০-এ গিয়ে ঠেকেছে।
কর্ণাটকের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, কর্ণাটকে নতুন করে দু''জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ১০। সম্প্রতি ব্রিটেন থেকে ফিরেছিলেন বছর ২০-র একজন যুবতী, তাঁর শরীরে ভাইরাস মিলেছে। এছাড়াও ৬০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। দু''জনকেই আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় রীতিমতো ত্রস্ত দেশবাসী। বিভিন্ন রাজ্য ইতিমধ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তা সত্বেও সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে মোক্ষম জবাব দিল ভারত

জম্মু, ১৭ মার্চ (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে এবং মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার সকাল ০৬.০০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ০৬.০০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে ছয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের আন্দোলন স্তব্ধ করতে পুলিশ টিএসআর ব্যবহার, দুঃখের বলল টিজিটিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির এইচবি রোডস্থিত কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে টিজিটিএ এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন বলেন শিক্ষকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ এবং টিএসআরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এমন ঘটনা ত্রিপুরার ইতিহাসে নেই। ১০৩২৩ শিক্ষকদের দুইটি গ্রুপ রাজধানীর দুইটি স্থানে পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী গণ অবস্থানে বসেছিল তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের জন্য। কিন্তু পুলিশ নিরস্ত্র শিক্ষকদের টেনে হেঁচরে সেখান থেকে নিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখের। তবে সরকার ১৪৪ধারা জারি করার পেছনে কি রহস্য রয়েছে তা বুঝা যাচ্ছে না। তিনি বলেন টিজিটিএ সরকারের প্রতি দাবি রাখছে অনতিবিলম্বের এই ১০,৩২৩ এডহক শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগের জন্য সরকার যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বন্ধন ব্যাঙ্কের বৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত হোন

বন্ধন ব্যাঙ্ক

বন্ধন ব্যাঙ্ক, তাদের ত্রিপুরার শাখাগুলির জন্য নিয়োগ করছে

- পদ : শাখা প্রধান (ব্র্যাঞ্চ হেড) (জব কোড 001)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, রিটেল ব্যাঙ্কিং অপারেশনস এবং প্রোডাক্টস-এর সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান সহ ব্র্যাঞ্চ ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 7 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 35 বছর।
- পদ : সহকারী শাখা প্রধান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ হেড) (জব কোড 002)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, রিটেল ব্যাঙ্কিং অপারেশনস এবং প্রোডাক্টস-এর সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান সহ ব্র্যাঞ্চ ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 32 বছর।
- পদ : শাখা বিক্রয় প্রবন্ধক (ব্র্যাঞ্চ সেলস ম্যানেজার) (জব কোড 003)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, রিটেল ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 32 বছর।
- পদ : গ্রাহক সম্পর্ক আধিকারিক (কাস্টোমার রিলেশনশিপ অফিসার) (জব কোড 004)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, রিটেল ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 1 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। প্রার্থীর রিটেল ব্যাঙ্কিং অপারেশনস এবং প্রোডাক্টস-এর সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স অনধিক 28 বছর।
- পদ : বিক্রয় প্রবন্ধক (সেলস ম্যানেজার) - টু হুইলার অথবা ফোর হুইলার ঋণ (জব কোড 005)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, টু হুইলার এবং ফোর হুইলার ঋণ, ডিলার নিযুক্তি, ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে 4 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 30 বছর।
- পদ : বিক্রয় প্রবন্ধক (সেলস ম্যানেজার) - ব্যক্তিগত ঋণ (জব কোড 006)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 4 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 30 বছর।
- পদ : বিজনেস এইচ.আর. (জব কোড 007)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, মানব সম্পদ সংস্থানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বয়স অনধিক 32 বছর।
- পদ : রাজ্য সম্পদ প্রধান (স্টেট অ্যাসেটস হেড) (জব কোড 008)
- যোগ্যতা : প্রার্থীকে, খুচরো সম্পদ (রিটেল অ্যাসেটস)-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 10-15 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

কর্মী 37,331 | গ্রাহক 1.9 কোটি | ব্যাঙ্কিং আউটলেট 4,288 |
ডিপোজিট 54,908 কোটি টাকা | অ্যাডভান্সেস 65,456 কোটি টাকা | 34 টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে উপস্থিতি

31শে ডিসেম্বর, 2019 তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুসারে

- বন্ধন ব্যাঙ্ক হল একটি সম-সুযোগভিত্তিক নিয়োগকারী সংস্থা।
- আবেদনপত্রগুলি এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে 10 দিনের মধ্যে careers.tripura@bandhanbank.com -তে পাঠাতে হবে।
- অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের বিষয় হিসাবে, 'জব কোড' নম্বরটি ব্যবহার করুন।
- উপরের সবগুলি পদের জন্যই নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল স্নাতক অথবা যেকোনো সমতুল্য যোগ্যতাসূচক ডিগ্রী।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন :
বন্ধন ব্যাঙ্ক, তাদের হয়ে নিয়োগের প্রস্তাবকারী কোন প্রতিনিধি / সংস্থাকে নিযুক্ত করে না। বন্ধন ব্যাঙ্ক নিয়োগ অথবা নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব প্রদানের জন্য কর্মপ্রার্থীদের থেকে কোনো প্রকারের খরচ গ্রহণ করে না। এই প্রকার যেকোনো সংস্থা / নিযুক্তি বিষয়ক পোর্টাল / ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যোগাযোগকারী যেকোন ব্যক্তি সেটি করবেন তাঁদের নিজস্ব ঝুঁকিতে এবং বন্ধন ব্যাঙ্ক, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভোগ করা কোন প্রকার হানি অথবা ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না।

সময় হয়েছে এক সাথে মিলে সমস্যা দূর করার

বিবাদ ও বিশ্বাস যোজনা ২০২০

৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত আপনার আয়কর সমস্যা সমাধান ও অধিক লাভ পান

যোগ্যতা
- ৩১.০১.২০২০ তারিখ পর্যন্ত বা তার আগে দায়ের এবং আপিল অথবা মামলা
- সেই আদেশ যার আবেদন দাখিল করার সময় তারিখ ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত শেষ হয়নি
- ৩১.০১.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান প্যানেল এর সামনে রাখা আবেদন
- এমন বিষয় যেখানে সমস্যার সমাধান প্যানের এর তারিখ ৩১.০১.২০২০ বা তার আগে নির্দেশ জারি করা হয়েছে কিন্তু কোনও আদেশ পালন করা হয়নি
- এমন বিষয় যেখানে নির্ধারিত তারিখ ৩১.০১.২০২০ বা তার আগে ধারা ২৬৪ এর অর্ন্তগত রিভিশন এর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে
- সার্চ এর মতো বিষয়ে যেখানে সমস্যা যুক্ত কর, এক বছরে ৫ কোটির কম

- করদাতা অথবা বিভাগ দ্বারা দায়ের করা আপিল /পিটিশন
- এমন সমস্যা বিষয় যেখানে প্রদান করার আগেই করা হয়েছে, তাও গণ্য হবে
- ভারত বা বিদেশে মধ্যস্থতার বিষয়গুলি

সমাবিষ্ট সমস্যা
- নিম্নে উল্লেখিত সমস্ত বিবাদ (এমন বিবাদ ছাড়াও)
  (ক) বিবাদিত কর
  (খ) বিবাদিত প্যানাল্টি
  (গ) বিবাদিত সুদ
  (ঘ) বিবাদিত শুল্ক
  (ঙ) কর কাটা (টিডিএস) বা কর সংগ্রহ (টিসিএস) সম্পর্কিত বিবাদ

মুখ্য বিষয় .... প্রদান করার শর্ত

প্রদান করার তারিখ	সমস্যা যুক্ত কর প্রদান অথবা সুদ প্রদান	শুধু মাত্র সমস্যা যুক্ত সুদ বা পেনাল্টি অথবা কর প্রদানের দাবি
৩১ মার্চ, ২০২০	সমস্যা যুক্ত করের ১০০ শতাংশ (সার্চ এর ক্ষেত্রে ১২৫ শতাংশ)	সমস্যা যুক্ত জরিমানা বা সুদ অথবা শুল্কের ২৫ শতাংশ
অন্তিম তারিখ (৩০ জুন,২০২০)	সমস্যা যুক্ত করের ১১০ শতাংশে (সার্চ এর ক্ষেত্রে ১৩৫ শতাংশে) যদিও তা মোটের উপর বৃদ্ধি পায় না	সমস্যা যুক্ত জরিমানা বা সুদ অথবা শুল্কের ৩০ শতাংশে

যদি কোনও ক্ষেত্রে করদাতা আবেদন করে সেই আবেদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ণয় করার প্রথমেই করদাতার পক্ষ থেকে এসে যায় বা সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করা হয় তাহলে উপযুক্ত টাকার ৫০ শতাংশ দিতে হবে।

দেখুন ঃ www.incometaxindia.gov.in
www.incometaxindiaefiling.gov.in

আয়কর বিভাগ
আয়কর বিভাগ
কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড

@incometaxindiaofficial
@IncomeTaxIndia

davp 15401/13/0015/1920

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।